CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 May, 2021 ■ আগরতলা, ৪ মে, ২০২১ ইং ■ ২০ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
৪ থেকে ১৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের জয়ে উৎসাহী কংগ্রেস কর্মীর আক্রমণে আহত যুব মোর্চা কর্মী, সংঘর্ষ, পুলিশের লাঠিচার্জ, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস ফের প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে রক্তাক্ত হল ত্রিপুরা। কংগ্রেস কর্মীদের অতর্কিত হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি যুব মোর্চার দুই কর্মী। ওই ঘটনায় দুই দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষের ফলে পুলিশি লাঠিচার্জে আহত প্রায় পাঁচজন। খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন তেলিয়ামুড়া শহরে আজ বিকেলে আচমকাই দুই রাজনৈতিক দল বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে গোটা এলাকা জুড়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। এরই প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে পথ অবরোধ করেন যুব মোর্চার কর্মীরা। তাতে, যোগ দিয়েছেন সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। পরে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

আজ তেলিয়ামুড়া যুব মোর্চার দুই একনিষ্ঠ কর্মী তথা অজয় দাস এবং প্রণয় ভৌমিক প্রতিদিনের মতো তেলিয়ামুড়া শহরে নিজেদের কাজকর্ম করার জন্য আসেন। অভিযোগ যুব মোর্চার ওই দুই কর্মীর উপর কিছু সংখ্যক কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা চড়াও হন এবং মারধর করেন। পরে প্রাণ রক্ষায় তেলিয়ামুড়া মন্ডল কার্যালয়ে আশ্রয় নেন। এদিকে, কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা মিলে তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিভাস দাসকে মারধোর করেছেন এবং তার বাইক ভেঙ্গে দিয়েছেন।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি এবং কংগ্রেস সমর্থকরা তেলিয়ামুড়া থানার সামনে জড়ো হতে থাকেন। নিমেষের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা তেলিয়ামুড়ায়। ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপি ও বিরোধী দল কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে জাতীয় সড়কেই তেলিয়ামুড়া থানার নাকের ডগায় শুরু হয় ইট পাটকেল ঢিল ছোঁড়াছুড়ি। পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উপর শুরু করেন লাঠিচার্জ। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া শহরজুড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আহতদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

তেলিয়ামুড়া শহরে এই ঘটনার পর গোটা শহর জুড়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে। এবিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরন জমাতিয়া জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের পরই বলা যাবে আসল ঘটনা। আজ ছিল তেলিয়ামুড়া বাজারের হাট বার। প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতারা এই ঘটনা খবর ছড়িয়ে পড়তেই পালিয়ে যান। এদিকে, যুব মোর্চার কর্মীদের উপর আক্রমনের ঘটনায় থানার সামনে পথ অবরোধ করেন মোর্চা সমার্থক-রা। ওই অবরোধে সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় অংশ নিয়েছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার উদ্দেশ্যেই সিপিএম-কংগ্রেস একজোট হয়েছে। তাই, তারা যুব মোর্চার কর্মীদের মারধর করেছেন। এমনকি, তারা সাংবাদিক রাহুল ধরকেও মেরেছেন। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, দোষীর গ্রেফতারি না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না।

দেশের করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ হচ্ছে, লকডাউনের পথে হাঁটতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লী ৩ মে।। দেশের করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। দিন যত যাচ্ছে ততই উদ্বেগ বাড়িয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করছে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ। এই অবস্থায় গোটাদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জনকল্যাণের স্বার্থে দেশব্যাপী সম্পূর্ণ লকডাউনের পথে হাঁটতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের। রবিবার এই মর্মে শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, দেশে ক্রমশ ঊর্ধমুখী হচ্ছে সংক্রমণের রেশ। সম্পূর্ণ লকডাউন না করলে কোনও ভাবেই ঠেকানো সম্ভব নয় এই মারণ ভাইরাসকে। ফলে জনকল্যাণের স্বার্থে দেশজুড়ে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হোক।

এদিন কেন্দ্রের কাছে এই পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।শীর্ষ আদালতের ওই নির্দেশিকায় করোনা পরিস্থিতি রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাও জানতে চাওয়া হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যে করোনার সুপার স্প্রেডার রোধ করতে জনসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও বলা হয়েছে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে জনকল্যাণের স্বার্থে সরকারকে লকডাউনের বিষয়টিও বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।এর আগেও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রের 'জাতীয় পরিকল্পনা' কী, তা সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছিল।

এই মর্মে কেন্দ্রকে একটি নোটিসও দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।সেই সময় শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল , মূলত চারটি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। সেগুলি হল অক্সিজেন সরবরাহ, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ, টিকাকরণের পদ্ধতি এবং লকডাউনের ক্ষমতা কার কাছে থাকবে।আর এরপরই ফের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানুষের স্বার্থে প্রাণ রক্ষায় সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করা হবে কি না তা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

যদিও ভারতে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা হলে আগের বারের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয় তারজন্য আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। লকডাউন জারির আগে মানুষের চাহিদা পূরণ এবং অর্থনীতি যাতে সচল থাকে সেদিকেও নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।উল্লেখ্য, মানুষকে স্বস্তি দিয়ে রবিবার কিছুটা কমেছিল করোনা সংক্রমণ। সোমবারও সেই জের অব্যাহত রইল। এদিন রবিবারের রিপোর্টের তুলনাতেও কমল করোনা সংক্রমণ। আক্রন্তের সংখ্যা নেমে এসেছে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজারে। পাশাপাশি বেড়েছে সুস্থতার হারও।

এদিকে, সারা দেশে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পালা দিয়ে কমেছে অক্সিজেনের জোগান। অক্সিজেনের অভাবে দিল্লিতে গত সপ্তাহে ২৫ জন ও শনিবার ১২ নিয়ে মোট ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় সোমবার কেন্দ্রকে কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট । ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, সোমবার মধ্যরাতের মধ্যে দিল্লির হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের জোগান নিশ্চিত করতে হবে।এই প্রসঙ্গে একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, দেশের সব রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে যেন অতিরিক্ত অক্সিজেনের জোগান মজুত করে রাখে কেন্দ্র। অর্থাৎ যাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলা শাসক মামলা ঃ ৫ মে পরবর্তী শুনানী উচ্চ আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। আগরতলায় বিয়ে বাড়িতে জেলা শাসক শৈলেশ কুমার যাদবের প্রবেশ এবং বিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন এবং একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

এদিন হাইকোর্টে দুটি মামলায় শুনানির জন্য উঠে মুখ্য বিচারপতি এ এ কুরেশি এবং বিচারপতি এস ডি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চে। মামলা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। বিচারপতিদ্বয় ২৬ এপ্রিল বিয়ে বাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছিল তা সবিস্তারে খতিয়ে দেখেন। আবেদনকারীর কাছে ঐ দিনের ঘটনার সমস্ত ভিডিও ফুটেজ, পার্মিশনের কাগজ এবং কতজন লোক ঐ সময় উপস্থিত ছিল তা আদালতে আগামী পাঁচ মে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। আদালত এও জানিয়েছে এই মামলা আদালত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। আগামী বুধবার দিন আবার শুনানীর দিন ধার্য করেছে আদালত।

চার মাসের জন্য নিট স্নাতকোত্তর পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা সংকটকালে এবার আরেক বড় সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার থেকে করোনা উপসর্গ রোগীদের চিকিৎসা করবে মেডিকেল ইন্টার্নরাও। এ কারণে নিট-স্নাতকোত্তর পরীক্ষা কমপক্ষে চার মাসের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণা করল কেন্দ্র সরকার। জানিয়ে দিল, ৩১ আগস্টের আগে এই পরীক্ষা হবে না। গত মাসেও কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা কোভিড-১৯ উপসর্গ যাদের রয়েছে, সেই সমস্ত রোগিদের পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা হবে। এই কাজ করার ১০০দিন পর সরকারি চাকরিতে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে লাফিয়ে। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখও ছাড়িয়ে গিয়েছে। অথচ সেই রোগীদের চিকিৎসার জন্য দেশে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে দোকানঘরে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। সোমবার দুপুরে কুমারঘাটের একটি কাপড়ের দোকানের দ্বিতল এর বারান্দা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।সোমবার কুমারঘাট বাজারে একটি কাপড়ের দোকানের দিক থেকে ওই দোকানের কর্মচারীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিত ঘোষ।কুমারঘাটের একটি কাপড়ের শোরুমে কর্মরত ছিলো ঐ যুবক।সোমবার সকালে অন্যরা দোকানে আসলে দোকানের পাশের একটি দোতলায় ঝুলন্ত অবস্থায় যুবককে দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকেদের খবর দেয়। স্থানীয়রা ভীড় জমান ঘটনাস্থলে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান দোকানের মালিক।

খবর দেয়া হয় কুমারঘাট থানায়।পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন কুমারঘাট থানার আধিকারিক প্রদ্যোত দত্ত।মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। আত্মহত্যার সঠিক কোন কারণ জানা যায়নি।

রাস্তার জন্য বরাদ্দ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ মে।। ,কাজ না করিয়ে রাস্তার জন্য বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল শাসকদলীয় কয়েকজন নেতা এবং এক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা হল অনুপ, গৌড়, কামাল এবং ভানুপদ ভৌমিক। ঘটনা বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বাগদ্যারদিঘী পঞ্চায়েত এলাকায়।জানা গেছে স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবির ভিত্তিতে বাইদ্যারদিঘী এলাকায় ৩০০ মিটার এর একটি ইটের সলিং রাস্তার বরাদ্দ হয়। নির্মাণ কাজের ধার্য মূল্য ৪৮৮৮৪৮ টাকা।

কাজের বরাত পায় স্থানীয় শাসক দলিয় নেতা অনুপ, গৌড় এবং কামালরা। নির্মাণ কাজের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন পঞ্চায়েতের এক আধিকারিক ভানুপদ ভৌমিক।অভিযোগ পুরোপুরি রাস্তার কাজ না করে বরাদ্দের টাকা আত্মসাত করেছেন তারা। যেখানে রয়েছে পঞ্চায়েত প্রধান রত্নার হাতও।ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে পুরনো আমলের কিছু ইট পোঁতা হয়েছে তাও বড়জোড় ৫০ মিটার জায়গায়।মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়নি গর্তগুলোও,রাস্তার দুধারে দেওয়া হয়নি পলেস্তেরাও।রদ্দি মার্কা কাজ করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে উন্নয়নের কান্ডারীরা। ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ না খুললেও তা স্বীকার করলেন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক ভানু পদ ভৌমিক। জানা গেছে কাজের গুণগত মান নিয়ে ভিডিও কাছে দ্বারস্থ হবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়।নইলে আগুনে ঘৃতাহুতি হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোহনপুরে নাবালিকা গৃহবধূর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। ভালোবেসে বিয়ে করার শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুরে।চৌদ্দ বছরের এক নাবালিকা কন্যার সঙ্গে মোহনপুর এলাকার মিন্টু দেবনাথ নামে এক যুবকের গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন অমান্য করে নাবালিকা কন্যা তার প্রেমিকের হাত ধরে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। মিন্টু দেবনাথ এর পরিবার তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে।

কিন্তু নাবালিকার পরিবারের লোক এই সম্পর্ক কোনোভাবেই মেনে নিতে নারাজ। মাত্র চার মাস আগে মিন্টুর হাত ধরে ঘর থেকে বের হয় ওই নাবালিকা। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশি হস্তক্ষেপে নাবালিকা কন্যার বিয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা মিন্টু দেবনাথ নামে ওই প্রেম পাগল যুবক তাকে পুনরায় তার বাপের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পাত্রীপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। পাত্রীপক্ষ তাতে কোন ভাবেই রাজী হয়নি। বিয়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, মামলা হলেও গ্রেপ্তার নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। কল্যাণ পুর থানা এলাকার দ্বারিকা পুরের আনন্দ টিলায় এক গৃহবধুর শ্রীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে প্রতিবেশী এক লম্পট।শ্লীলতাহানির শিকার এক তরুনী গৃহবধু। বর্তমানে নির্যাতিতা গৃহবধু কল্যানপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে কল্যানপুর থানায় মামলা করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার বিবরনে জানা যায় কল্যানপুর থানাধীন দ্বারিকাপুরের আনন্দ টিলার গৃহবধুকে দীর্ঘদিন ধরেই কু-প্রস্তাব দিয়ে আসছিল এলাকারই চন্দন দাস। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে নির্যাতিতার স্বামী স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষসহ গ্রামের মোড়লদের অবহিত করলেও তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নি। নির্যাতিতার স্বামী। শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ অভিযূক্ত চন্দন দাস নির্যাতিতার গৃহবধূর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর আন্দোলন রুখে দিল পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের দাবীতে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আন্দোলন করার চেষ্টা করেন চাকরিচ্যুতরা।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সরাসরি গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি দের নিয়োগের দাবিতে সোমবার রাজধানী আগরতলা শহরের সার্কিট হাউসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গণ অবস্থান আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা আন্দোলনে শামিল হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত হন। প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই আন্দোলন করা যাবে না। আন্দোলনকারীদের ৫ মিনিটের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদার।

পুলিশ ও প্রশাসন তাদেরকে আন্দোলন করতে দেয়নি। করোন পরিস্থিতির কারণে বন অবস্থান আন্দোলন সংগঠিত করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর গণঅবস্থান আন্দোলন প্রতিহত করে দেয় পুলিশ প্রশাসন। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

সেচের অপ্রতুলতার দরুন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চাষাবাদে সমস্যা, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। জল সেচের জন্য স্থাপিত পাম্প মেশিন দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে থাকায় কৈলাশহর এর লাঠিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুর এলাকার কৃষকরা উৎপাদনে মার খেয়েছেন।কৈলাসহরের লাটিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুর গ্রামে সেচের জলের অভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সব্জি ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা উদাসীন। অসহায় কৃষকরা কৈলাসহরের বিধায়ক মোবস্বর আলীর দারস্থ হন। কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে অবস্থিত লাটিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতটি। লাটিয়াপুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষক। মনু নদীর পাশে অবস্থিত গোপীনাথপুর গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ পরিবার কৃষক রয়েছে। গ্রামে প্রায় ত্রিশ একর ফসল উপযোগী জায়গা রয়েছে।

এই জায়গাতেই কৃষকরা সারা বছর সব্জি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। গোপীনাথপুর গ্রামের সব্জি চাষে কৃষকদের সুবিধার্থে জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিগত দশ বছর পূর্বে গ্রামে একটি পাম্প মেশিন বসানো হয়েছিল। এই পাম্প মেশিনের মাধ্যমে মনু নদী থেকে জল এনে প্রতিদিন দুইবেলা করে জল সব্জি ফসলের জমিতে দেওয়া হতো বলে গ্রামের কৃষকরা জানান। কিন্তু বর্তমান এই প্রচন্ড খরা মুরশুমে বিগত এক মাস ধরে পাম্প মেশিন বিকল হয়ে থাকার কারণে সব্জি ফসলের জমিতে জল সরবরাহ না হওয়াতে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে।। গোপীনাথপুর গ্রামের কৃষকরা কয়েকবার জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকের নিকট জানানোর পরও দপ্তরের আধিকারিক কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি। অবশেষে কৃষকরা কৈলাসহরের বিধায়ক মোবস্বর আলীর দারস্থ হবার পর বিধায়ক মোবস্বর আলী নিজে গোপীনাথপুর গ্রামে গিয়ে সব্জি ফসল দেখে হতভম্ব হয়ে যান এবং কৃষকদের পাশে দাঁড়ান।

গ্রামের কৃষকদের সাথে নিয়ে সোমবার দুপুরে কৈলাসহরের জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিসে গিয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় পালের সাথে এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে মিলিত হন। ডেপুটেশন শেষে বিধায়ক মোবস্বর আলী জানান যে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় পাল আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী দশ দিনের মধ্যে পাম্প মেশিন ঠিক করে দেওয়া হবে।বিধায়কের নেতৃত্বে ডেপুটেশন এসে গোপীনাথপুর গ্রামের কৃষকরা বলেন যে, আধিকারিকের আশ্বাসে উনারা খুবই খুশী। জল সেচের ব্যবস্থা করা হলে কৃষকরা ফসল ঘরে তোলার সুযোগ পাবেন। তারা জানান কৃষি কাজ করেই তারা জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। এবছর জলসেচের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কৃষকরা মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বলেও তারা জানান।আগামী দশ দিনের মধ্যে পাম্প মেশিন ঠিক করে না দেওয়া হয় তাহলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও করে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।

বিদ্যুতের অভাবে কৃষিজমিতে জল-সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। ঘটনা উদয়পুর মহকুমার কাঁকড়াবন ব্লকের কুশামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাচ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।জল সেচের অভাবে কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম। ঘটনা গোমতী জেলার উদয়পুরের কাকড়াবন এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। জানা যায় ওই এলাকার কৃষিজমিতে ক্যানেলের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হতো। বর্তমানে ক্যানেলের মাধ্যমে জল-সরবরাহ করা হচ্ছে না। অবশ্য ওই এলাকার কৃষিজমিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মেশিন বসানো রয়েছে। কিন্তু ওই এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছে। ফলের পাম্প মেশিন দিয়ে জল উত্তোলণ করে কৃষি জমিতে সেচ করা যাচ্ছে না। এবছর এখনো পর্যন্ত তেমন বৃষ্টিপাত হয়নি। অনাবৃষ্টিতে কৃষকদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৯৯ ▫ ৪ মে ২০২১ ইং ▫ ২০ বৈশাখ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নাবালিকা বিয়ের ভয়ঙ্কর পরিণতি

আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করিয়া আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এখনও নাবালিকার বিয়ে অব্যাহত রহিয়াছে। এইসব অপরিণত না মালিকরা নানা নির্যাতন ও হিংসার শিকার হইতেছে। সোমবার জিবি হাসপাতালে চৌদ্দ বছরের এক নাবালিকা গৃহবধূর নিথর দেহ সেই প্রশ্নকে মাথাচাড়া দিয়াছে। পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন অমান্য করিয়া নাবালিকা তার প্রেমিকের হাত ধরিয়া সুখের স্বর্গ গড়িবার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। মাত্র চার মাসের মধ্যেই তার স্বপ্ন চুরমার হইয়া গিয়াছে । ইহা কোনভাবে মানিয়ে নেওয়া যায় না। ইহার দায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কেননা, পরাধীনতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া নারীরা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন ক্ষমতায়নের পথে। সাফল্যের সোপান বাইয়া আজ আকাশ ছুঁইয়া ফেলিয়াছেন মেয়েরা। তবু লিঙ্গবৈষম্য আজও প্রকট।যুগ যুগ ধরিয়া এই বৈষম্যের শিকার মেয়েরা। কখনও পারিবারিক ক্ষেত্রে, কখনও বা কর্মক্ষেত্রে নারী অবহেলিত হইয়া আসিতেছে বহু যুগ ধরিয়া। আশ্চর্যের কথা, নারীর এই সামাজিক অবহেলা কিন্তু তাঁহার আকাশছোঁয়া সাফল্যের পরেও খুব একটা কমেনি। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়াইয়াও নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। পারিবারিক হিংসা, কর্মক্ষেত্রে অবহেলা এবং আরও নানারকম সামাজিক অমর্যাদার মুখোমুখি প্রতিনিয়ত মেয়েরা। এই মুহূর্তে কর্মসূত্রে মেয়েরা এমন একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া যেখান থেকে একদিকে রাস্তা গিয়াছে সাফল্যের পথে, আর একটা পথ গিয়াছে লিঙ্গবৈষম্যের দিকে। একদিকে মেয়েদের সাফল্যের সীমা নাই, আবার অন্য দিকে সেই মেয়েরাই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার! সাফল্যের সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্য দু'টি কি পরস্পর-বিরোধী বিষয় নয়? এখন শহরে তো বটেই, গ্রামেগঞ্জেও বহু মহিলা স্বনির্ভর। কিন্তু কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাঁহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কথা মাথায় রাখে না মালিক। তাই এখনও অনেক কর্মক্ষেত্রেই মহিলা কর্মীদের সঠিক টয়লেট নাই।' মহিলাদের জরুরি কিছু প্রয়োজনের কথা এখনও সমাজ ভাবিতে শিখেনি। অথচ মেয়েরা নিজেদের যোগ্যতায় সাফল্যের শিখর ছুঁইয়াছেন। মেয়েরা এখনও সমাজের চোখে মানুষ হইয়া উঠিতে পারেননি। 'মেয়েমানুষের' পর্যায়েই আটকাইয়া রহিয়াছেন। তাই তাঁহাদের উন্নতি নিয়ে যে আলাদাভাবে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন, সে বিষয়ে সমাজ হয়তো অবগতই নয়। আর সেই কারণেই এই বৈষম্য। এখনও মেয়েদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নেয় সমাজ। শত উন্নতি আর সাফল্যের পরেও মেয়েরা সেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারেননি। প্রতি মুহূর্তে তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজনগুলোকে এড়াইয়া , চলিতে অভ্যস্ত। প্রতি মাসে মেনস্ট্রুয়েশন ফ্লোয়ের কারণে তাঁহারা কুণ্ঠিত থাকেন। পুরুষতন্ত্র মেয়েদের এই কুণ্ঠার সুযোগ নেয়। আর শুধু পুরুষতন্ত্রই বা বলি কী করে? মহিলারাও যে মহিলাদের প্রতি সবসময় সদয় থাকেন, তা-ও তো নয়।'তবে সবটাই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহা নয়। আশার কথা এই যে, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য হইলেও পরিবর্তন হইতেছে। মহিলাদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।অনেকেই মনে করেন, নারী উন্নয়নের পথে আর একটা বড় বাধা সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রেও মেয়েদের রীতিমতো করুণার পাত্রী হিসেবে দেখা হয়। সন্তানধারণের ক্ষেত্রে হরমোনাল কিছু সমস্যা তো তৈরি হয়ই, তাহাছাড়াও ওই সময়ে মেয়েদের শারীরিক বিভিন্ন অসুবিধেও দেখা দেয়। তখন যে সামাজিক ও পারিবারিক সমর্থন মেয়েদের পাওয়া উচিত, তাহা তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই পান না। উল্টে কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে বহু ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় তাঁহাদের। দুঃখের বিষয়, মেয়েদের বিরুদ্ধে এ ধরনের সমালোচনা সবসময় পুরুষ করেন এমন নয়, অন্য মহিলারাও অনেকসময়ই কটু মন্তব্য করিয়া থাকেন।তাই বলিয়া মহিলাদের ক্ষমতায়ন থমকে চাইতেছে তাহা
কিন্তু নয়। এখন মেয়েদের জীবন আর সংসারের চার দেওয়ালের ভেতর আটকে নাই। মেয়েদের স্বনির্ভর হইয়া উঠিবার পিছনে পুরুষের সক্রিয় ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়। এই সমাজে পুরুষরাও তাঁহাদের স্ত্রীয়ের পাশাপাশি ঘরের কাজে পটু হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাও স্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে নিতেছেন। সে কারণেই মেয়েরা ঘরেবাইরে পারদর্শী হইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন।
সামাজিক বা পারিবারিক থেকে যদি আমরা কর্মক্ষেত্রের দিকে চোখ ফেরাই তাহা হইলে দেখিব মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটা সীমা রহিয়াছে। যার ওপরে সহজে তাঁহারা যাইতে পারেন না। যোগ্যতা সেখানে বড় কথা নয়। বড় কথা, তাঁহারা মহিলা। অতএব লিঙ্গবৈষম্য ঘরেবাইরে সর্বত্র বিরাজমান। কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষভাবে দেখা যায় একটা স্তরের পর মেয়েদের যোগ্যতা থাকিলেও আর পদোন্নতি হয় না। নারী উন্নয়নের একপিঠে ক্ষমতায়ন, অন্যপিঠে পারিবারিক হিংসা। জীবন নির্ধারণের জন্য কোন পথ বাঁচিয়া নিবেন তাহা নারী নিজেই বিচার করিতে পারেন। আশা একটাই, অনেক অবহেলা আর নির্যাতন অতিক্রম করিয়া নারীকণ্ঠ ক্রমশ সরব হইয়া উঠিয়াছে। নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার পাশাপাশি নাবালিকা বিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করিতে হইবে।

ফলাফল পরবর্তী হিংসা : তুফানগঞ্জে বিজেপিকর্মীর বাড়িতে হামলা

তুফানগঞ্জ : ভোটের ফলাফল বের হতেই রাজ্যের দিকে দিকে শুরু অশান্তি। তুফানগঞ্জ শহরের বিজেপিকর্মী বিপ্লব চক্রবর্তীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতিরা বেশ কয়েকবার হামলা চালায় বলে বিজেপিকর্মীর অভিযোগ। খবর পেয়ে তাঁর বাড়ির সামনে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, হামলার ঘটনায় এখনও কাউকেই পুলিশ আটক বা গ্রেফতার করেনি। তবে, ভোট পরবর্তী হিংসা চারিদিকে জারি রয়েছে। তুফানগঞ্জ শহর সহ মহকুমা জুড়ে ভোটের ফলাফল বের হতেই অশান্তি চলছে। এরমধ্যেই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

ফের গুলি শীতলকুচিতে, যুবকের মৃত্যুতে উত্তপ্ত এলাকা

শীতলকুচি, ৩ মে (হি.স.): রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় ফের উত্তপ্ত শীতলকুচি। সোমবার শীতলকুচির ছোট শালবাড়ি এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। তাঁর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই বলে জানা গিয়েছে। কে বা কারা এই গুলি চালাল তা স্পষ্ট নয়। তবে দুই দলের সংঘর্ষের মাঝে পড়েই ওই যুবক আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছে তাঁর পরিবার। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত থেকেই শীতলকুচির বিভিন্ন এলাকা রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই সময়ই শীতলকুচির ছোট শালবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানিক মৈত্র নামে ওই যুবক বাড়ির আশেপাশে ভাঙচুর হচ্ছে, সেই পরিস্থিতি দেখতে যায়। তখনই ওই এলাকায় গোলাগুলি চলছিল। আর সংঘর্ষের মাঝে পড়ে সেই গুলি এসে তাঁর পেটে লাগে। এর পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের আত্মীয় কার্তিক মৈত্র বলেন, দুই দলের মধ্যেই ঝামেলা হচ্ছিল। কোন দল গুলি চালিয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি জানিয়েছেন, মানিক মৈত্র কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী নন। ভোটের ফল প্রকাশের পর হিংসা ঘটনা ঘটছে রাজ্যের একাধিক জায়গায়। মাথাভাঙ্গা এডিশনাল এসপি সিদ্ধার্থ দর্জি জানান, গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়েছি। এলাকায় পুলিশ টহল চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, চতুর্থ দফার ভোটে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এই শীতলকুচি। শীতলকুচির ১২৬ নম্বর বুথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় আনন্দ বর্মণ নামক এক কিশোরের।

সত্যজিতের কলকাতা ট্রিলজি

প্রবীর মজুমদার

বিশ শতকের সত্তরের দশক। নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। সত্যজিৎ রায়ের ব্যাপারে প্রায়ই বলা হত, তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শহুরে অভিষ্ঠাতার ব্যাপরারে নাকি উদাসীন। এর জবাবে কলকাতার নগর জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি তিনটি ছবি বানান, যেগুলো তাঁর 'কলকাতা ট্রিলজি' নামেও পরিচিত। ছবিগুলো হল 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০) 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১),, এবং 'জনঅরণ্য' (১৯৭৫)। তাঁর রাজনৈতিকর দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে এই তিনটি ছবিতে। তিনটি ছবির প্রসঙ্গ ছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং নগরজীবনে তার প্রভাব।
সত্যজিৎ রায় এমন এক সময়ে এই ছবিগুলোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যখন শুধু ভারত কেন, প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তান, চিন এমনকী গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। দেশে দেে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। কোনো কোনো দেশ আবার সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হতে চাইছে। এরই মধ্যে ১৯৬৭ সালে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে। সামন্তবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে কৃকদের জেগে ওঠার জোয়ার আছড়ে পড়ল ভারতের বিভিন্ন স্থানে, তার মধ্যে কলকাতাও একটি। ওই কালেই ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গহ বিধানসভায় নির্বাচন হয়। তাতে জয়ী সিপিএম -সিপিআইমের যুক্তরা,ট্র। নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেপথ্যে ছিল আরেক বামপন্থী দল চারুঃ মজুমদার -কানু সান্যালের সিপিআই এমএল। যে দল সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিথ 'প্রতিদ্বন্দ্বী' মুক্তি পায় ১৯৭০-এর অক্টোবর। ছবিশুরুঃ হয় নায়ক সিদ্ধার্থের বাবার মৃত্যুর নেগেটিভ ইমেজ নিয়েনে। গেটিভ ইমেজের মাধ্যমে দর্শক বুঝে যায় এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থে জীবনে অন্ধকার নেমে আসে ডাক্তারি পড়া বন্ধ হয়, সংসারের বড় ছেলে হিসাবে ব দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে। লাখ লাখ চাকরির দরখাসেস্তর ভিড়ে আর চাকরির ইন্টারভিউয়ে উদ্ভট প্রশ্নে জেরবার হয়ে বিফল মনোরথে বাড়ি ফিরতে হয়। এক ইন্টারভিউয়ে প্রশ্নকর্তা করেন শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোনটি? সিদ্ধার্থ উত্তর দেয় ---ভিয়েতনামের যুদ্ধ। প্রশ্নকর্তার পাল্টা প্রশ্ন, 'মানুষের চন্দ্রাবতরণ নয় কেন?' জবাবে সিদ্ধার্থ বলে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ তো একদিন চাঁদে যেতই, কিন্তু ভিয়েতনামে সাধারণ মানুষ যা করল তা আশ্চর্য হয়ে যাবার মতোই ঘটনা। সিদ্ধার্থ বোঝাতে চাইল যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে শুধু দৃঢ় মনোবল দিয়েই হঠিয়ে দিয়েছে ভিয়েতনামের মানুষ। এইজন্যই এটাকে শতাব্দী সবচেয়ে বড় ঘটনা মনে করে সিদ্ধার্থ। তার এই জবাব শুনে প্রশ্নকর্তারা সন্দেহ করে বসেন নিশ্চয়ই সিদ্ধার্থ বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। চাকরিটা তার শেষ পর্যন্ত হয়নি।
ষাট সত্তরের দশকের দুটি বিষয় সমকালীন তরুণদের নাড়া দিয়েছিল। প্রথমটি ভিয়েতনামের যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই দুই ঘটনা থেকেই পশ্চিবঙ্গের তথা ভারতের যুব সমাজ স্বপ্ন দেখতে শুরুঃ করে যে তারাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছায়া ও নব্য পুঁজিবাদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে। কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল।
সিদ্ধার্থ কল্পনায় নিজেকে চে ভেবেই খালা, কিন্তু ময়দানে নেমে লড়াইটা তার আর করা হয়ে ওঠে না। কল্পনাতেই সেস গুলি করে বোনের অফিরে বসস সান্যালকে। সেই বসকে অপমান করতে গিয়েও বুর্জোয়া চাকচিক্য দেখে সে আর প্রতিবাদ করতে পারে না। কারণ সামনে তাকে চাকরির প্রলোভন। প্রতিবাদ প্রকা পায় অন্যত্র । তার চেয়েও গরিব এক বড়লোকের দুর্ঘটনা ঘটানো ড্রাইভারের গায়ে দু-চার ঘা মেরে। বিপ্লবের প্রয়োজন যে বুঝতে পারে । তাই তাকে বলতে শোনা যায় ,' শালা বিপ্লব না হলে কিস্সু হবে না।' সিদ্ধার্থ বিপ্লব চায় কারণ তার পড়াশোনা হয়নিতার পরিবার দারিদ্র্যের মধ্যে আছে, এবং সে বেকার । সিদ্ধার্থের এই পরোক্ষভাবে বিপ্লবকে সমর্থন করার প্রমাণ পাওয়া যায় তার বাড়িতেই। তার ছোটভাই টুলু আবার সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মে আগ্নোয়াস্ত্র রাখে, গ্রামে যেতে চায় যক্ত হতে চায় কৃষকদের সসঙ্গে। ছোটভাইকে সিদ্ধার্থ চে গেভারার বই কিনে দিত, সেই ছোট ভাই টুলু নিস্ক্রিয়তার জন্য সিদ্ধার্থকে ধিক্কার জানায়। তারপরেও সিদ্ধার্থের চেতনার পরিবর্তন হয় না। কারণ সে প্রচণ্ডভাবে আগ্নকেন্দ্রিক। আর এই আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রকেই সত্যজিৎ চিত্তাকার্ষক মনে করতেন। তাঁর যুক্তি---কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রায়শই মনস্তাত্ত্বিকভাবে কম চিত্তাকর্ষক হয় কারণ বিপ্লবীরা সবসময় নিজেদের নিয়ে ভাবে না। তিনি সিদ্ধার্থের প্রতি বেশি আগ্রহী কারণ তার কোনো দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। সে চাকরি চায় সংসারের দারিদ্র্যমোচন রায়। সেভাবে তার নিজের কথা এবং ে জন্য সে কষ্ট পায়। প্রতিদ্বন্দ্বীর নায়ক আদর্শবাদী তরুণ যার মোহমুক্তি ঘটলেও ছবির যে পর্যন্ত সে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। শংকরের উপন্যাসে অবলম্বনে সত্যজিতের ছবি 'সীমাব্ধ' মুক্তি পায় ১৯৭১ সালে। তখন প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানে (আদকের বাংলাদেশেশ) স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তি যুদ্ধ হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সসামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী আর পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে চলছে নকশালপন্থীদের সশস্ত্র সংগ্রাম। তাদেরদমনে প্রশাসন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে। মারা পড়ছে বহু তরুণ। 'সীমাবদ্ধ' ছবিতে কলকাতা মহানগরীর বেকারত্বের বিপরীতে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি নামের এক তরুণ যোগ্যতা এবং ভাগ্যের হাত ধরে একটি কোম্পানি ডিরেক্টর হবার গল্প বলা হয়। শ্যামলেন্দু পদোন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদার লোভে হীন কাজ করতেও পিছনা হয় না। শ্যামলেন্দু চবিত্র 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির সিদ্ধার্তের একেবারে বিপরীত। সিদ্ধার্থ বেকার, চাকরির জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। পাশাপাশি শ্যামলেন্দু মধ্যবিত্ত হলেও ভালো ছাত্র হবার কারণে শুধু চাকরি বাগিয়ে নেয়নি, সেই চাকরির শীর্ষস্থানেও পৌঁছে যায়। সিদ্ধার্থ নিজের পায়ের তলার মাটি থাকলে অন্যের জন্য প্রতিবাদ করতে জানে, অন্যদিকে শ্যামলেন্দু নিজের পায়ের তলায় মাটি ফিরিয়ে আনতে অন্যের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতেও কুণ্ঠিত নয়। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে শ্যামেলেন্দুর। । কিন্তু শ্যালিকা টুটুল যার সঙ্গে শ্যামলেন্দুর ভালো লাগার একটি সম্পর্ক ছিল, তার চোখে শ্যামলেন্দু ধরা পড়ে যায়। লজ্জা পায় শ্যামলেন্দু। টুটুল ফিরিয়ে দেয় শ্যামলেন্দুর উপহার দেওয়া ঘড়িটি। লজ্জা পাওয়ার ভিতর দিয়েই ছবিটি শেষ হয়।
শংকরের আরেকটি উপন্যাস 'জনঅরণ্য' নিয়ে সত্যজিতের ছবি মুক্তি পায় ১৯৭৫ সালে। ছবি শুরু হয় একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে দৃশ্য দিয়ে। পরীক্ষাকেন্দ্রে দেওয়ালে নকশালপন্থীদের বিভিন্ন স্লোগান পথ---'সশস্ত্র বিপ্লবই সর্বহারার একমাত্র পথ', 'শ্রেণিশত্রু খতম করো', 'সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করো' ইত্যাদি। আর আছে মাও -সে-তুংয়ের মুখের স্টেনসিসল। এমন রাজনৈতিক স্লোগান লেখা পরীক্ষাকেন্দ্রে চলছে গণটোকাটুকি। শিক্ষকরা ভীত-সন্ত্রস্ত। এর মধ্যে একজন শিক্ষক যখন নকলের বহর দেখে জিজ্ঞাসা করেন 'ক হচ্ছে তাই?' নকলবাজ ছাত্রের উত্তর 'পরীক্ষা হচ্ছে স্যার?' সব ছাত্র হো হো করে হেসে ওঠে। নকশালবাদী রাজনীতির নেতিবাচক মনোভাব দিয়ে ুরুঃ হয় সত্যজিতের 'জনঅরণ্য'। এই ছবির প্রথম দৃশ্যে নায়ক সোমনাথ গণটোকাটুকির মধ্যেই বেশ সাবলীলভাবে পরীক্ষা দেয়। কিন্তু চোখে ভালো দেখে না। নতুন চশমা কেনার টাকাও নেই। সোমনাথের ঘিঞ্জি আর ছোট অক্ষরে লেখা উত্তরপত্রে দরিদ্র পরীক্ষক গড় নম্বর দিয়ে দেন। এখান থেকেই শুরুঃ হয় সোমনাথের হতাশা। সোমনাথের হতাশা দুটি কারণকে নির্দেশ করে। প্রথমত, একদল নকলবাজ পরীক্ষা দিয়ে ভাল ফল করল দ্বিতীয়ত পরীক্ষকের দারিদ্র্য। সোমনাথের বাবা ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। চাকরির জন্য নানা চেষ্টা করেও যখন চাকরি জুটছে না, তখন সোমনাথের বন্ধু সুকুমার তাকে নিয়ে যায় পূর্ব পরিচিত এক বিধায়কের কাছে। নেতারা পিছনের দেয়ালে টাঙানো ছিল ইন্দিরা গান্ধির ছবি সোমনাথের বাবা লাখ লাখ বেকার যুবকের সঙ্গে নিজের ছেলেকে মেলান।। বুঝতে পারেন, এই যুব সমাজ অচলায়তন ভেঙে ফেলার জন্য বিপ্লবের স্বপ্ন কেন দেখে? বিষয়টি বে পরিষ্কার। সোমনাথের পরীক্ষার ফল যদি ভালো হত তাহলে বাবার মাথায় বিপ্লবের কথাই আসত না। এটা অনেকটাই সেই 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র সিদ্ধার্থের মতো। চাকরিবাকরি পাওয়া যাচ্ছে না তাই বিপ্লব দরকার। কিন্তা গোটা সমাজব্যস্থাকে দেবার ধারণা তাদের মধ্যে কাজ করে না। তারা সমাজের সুবিধা ভোগ করতে চায় শুধু। তারা সমাজ বদলের সংগ্রামের সামিল হতে চায় না। তারা চায় তাদের হয়ে বিপ্লব অন্যরা করে দিক। তারা সুফলটা ভোগ করবে । শ্রেণি বিভক্ত সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে খুব কম সংখ্যক মানুরে হাতে যে সম্পদ জমা হয় সেই কারণেই দরিদ্র মানুষেষর সংখ্যা বাড়ে। আর এই কারণেই এই সমাজব্যবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবের প্রয়োজন। এই ভাবনা সিদ্ধার্থের যেমন নেই, সোমনাথ কিংবা সোমনাথের বাবারও নেই।। উল্লিখিত তিন চরিত্র কলকাতার রাজনীতি, মানুষ সংগ্রাম —কোনো কিছুতেই ভাবিত নয়। সত্যজিতের ভাষায় ,"সবচেয়ে মূল্যবান ও একমাত্র সমাধানগুলো লোকেরা নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারে। তিনটি ছবিতেই তিনি সমাজকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন—জনগণের আত্মমগ্নতা আত্মসর্বস্বতা এবং স্বার্থপরতার ভিতর দিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন,আমাদের দেশে সমাজ বদলের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা কোথায়। দর্শকরূপী সামাজিক মানুষও বুঝতে পারে তাদের সীমাবদ্ধতার কথা । সত্যজিতের অর্ধশতক আগেকার সৃষ্টি তাই আজও প্রাসঙ্গিক। আজ তাঁর শতবর্ষের মুহূর্তে আমরা যদি দেখার দৃষ্টি খুঁজে পাই যাকে রাজনীতি না বলা সত্যের অপলাপ করা হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অন্ধের যষ্টি

বোরিয়া মজুমদার

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে নড়াচাড়া করতে গিয়ে ইনদানীংকালে রোজ যে ব্যাপরটা বিশেষভাবে লক্ষ করছি তা হল, কীভাবে গোটা নাগরিক সমাজ সংকটাপন্ন মানুষের সহায়তা করার জন্য একত্রিত হয়েছে। এখানেই মানবিকতার সারসত্য লুকিয়ে। পাশাপাশি আরেকটা জিনিস চোখে পড়লেই কিঞ্চিৎ তাল কাটছে। একের পর এক পোস্ট জানান দিচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। জানা যাচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবাটুকুও পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। এ বিষয়ে খোলাখুলি কিছু কথা বলা যাক।
প্রথমত, আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি বরং আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী—আমার কাছে যাঁরা এই স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তিমূল, তাঁরা আমাদের বাঁচানোর তাগিদে দিন-রাত এক করে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তাঁরা কেউ হাল ছেড়ে দেননি। তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, প্রশংসা করা এবং তাঁদের শ্রদ্ধা করা—এটুকু আমরা তাঁদের জন্য করতেই পারি।
স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি, যা ভেঙে পড়েছে তা হল ই চিকিৎসক -স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রবরাহ-শৃঙ্খল সত্যি বলতে কী, সেসই শৃঙ্খলের অস্তিত্ব কোনও দিন ছিলই না। চিকিৎসাজগৎ বারবার এই নিয়ে আওয়াজ তুলেছে ,কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য কিছুটি করা হয়নি। হ্যাঁ, নির্বাচন ও রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলের পিছনে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে বটে। অথচ চিকিৎসকও স্বাস্থ্য -প্রশাসকদের সময়মতো কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য কোনও তৎপরতা দেখানো যায়নি।
আসলে যা ভেঙে পড়েছে তা আমাদের বিশ্বাস। আমরা আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আর বিশ্বাস করি না আজ যে দজলই বাংলায় ক্ষমতার আসুক না কেন তাদের নতুন করে জনগণের আথা ফিরে পেতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে এতদিনের ছবিটা পালটে দেওয়ার।
আমি চিকিৎসক এবং বরিষ্ঠ প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি ,কি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা আমরির রূপক বড়ুয়া, উডল্যান্ডসের রূপালি বসু, অ্যাপোলোর রানা দাশগুপ্ত বা পার্ক ক্লিনিকের সন্দীপ চট্টেআপাধ্যায়—প্রত্যেকেই শত ঝড়ঝাপটা, প্রতিবন্ধকতা সহ্য করেও ব্যবস্থাটাকে থামতে দেননি এই তালিকায় যোগ করার মতো আরও অনেকে নাম রয়েছে প্রত্যেকের নাম করা হয়ে উঠল না হয়তো। প্রত্যেকেই বেডের সংখ্যা বাড়িয়েছেন সাধ্যমতো, কোভিড কেয়ার আরও উন্নত করেছেন এবং যতটা সম্ভব প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড় করে দিয়েছেন চেষ্টা করেছেন অবস্থা বদলানোর। রোগীদের যারপরনাই সংখ্যা বেড়ে চলায় তাঁরা চিন্তিত ঠিকই কিন্তু ভেঙে পড়েননি এবং প্রত্যেকে রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে তাঁদের সুস্থ করে যথাসম্ভব দ্রুত ঘরে ফেরাতে বদ্ধপরিকর।
এবারের লড়াই অনেকর বড় বলছিলেন রূপালি বসু,'আমরা এর আগে কখনও এত বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইনি।। তবে এই কঠিন পরিস্থিতি হয়তো আমাদের প্রত্যেককে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে আমরা সাধ্যমতো পরিষেবা দিয়ে যাব এবং আমাদের একমাত্র প্রয়াস মানুষকে সুস্থ করে ঘরে ফেরানো। রানা দাশগুপ্ত জানালেন আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সর্বকালের বচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তবে প্রতি চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ জিতে বেরিয়ে আসার উপর থাকে। তাই আমাদের শক্ত হাতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, দুঃসময় অতিক্রম করতে হবে। রূপক বড়ুয়া একজন চমৎকার প্রশাসক কোন লড়াইতে তিনি নেমেছেন তা তিনি জানেন। সারাদিনে তাঁর কাছে একশোর বেশি ফোন আসে রোগীর পরিজদের হাপাতালে বেজের জন্য। তা সত্ত্বেও তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে জানালেন, আমি বুঝতে পারছি মানুষ সংকটে রয়েছেন। আমি জানি তাঁরা কেউ খোশগল্প করার জন্য আমাকে ফোন করছেন না। তাঁদের সহায়তা প্রয়োজন এবং আমার পক্ষ থেকে সাহায্য করার যথাধ্য চেষ্টা আমি করব।
অন্যতম সেরা নিউরোসার্জন সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় সবসময়ই স্পষ্টবক্তা। তিনি বললেন, আমরা যেচে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছি ।তাই আমরা প্রত্যেকেই কমি বেশি দায়বদ্ধ। এই সংকটে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। সংকটমুক্তির এটাই একমাত্র উপায়। সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় সসন্ত প্রতিকূলতার মাঝেও অটল রয়েছেন। পিপিই পরে ঘন্টার পর ঘমটা মানুষেষর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করছেন, একদিনও ছুটি না নিয়ে।
এই প্রতিটা কথোপকথন থেকেই কিছু না কিছু শেখার রয়েছে। আশার আলোও রয়েছে এইসব কথাবার্তার আড়ালে। এঁরা প্রত্যেকে লড়ে যাচ্ছেন তাঁরা জানেন যে আগামী প্রতিটা দিনই সংগ্রামের এবং আরও বেশি কিছু দিন এভাবেই চলবে। এই অতিমারীর সবচেয়ে খারাপ সময় এটাই, তারা তা জানেন তাঁরা এও জানেন, এ দুঃসময় কেটে যাবে একদিন সেই জয় নিশ্চিত করার জন্য তাঁরাও অহোরাত্র খেটে চলেছে।
আমার পক্ষে 'ডাক্তার' হয়ে ওঠা

সম্ভব নয়। আমি একজন স্বাস্থ্যকর্মী হওয়ার যোগ্য নই আমার বেশিরভাগ পাঠকও তাই। তবে ,আমরা প্রত্যেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি । সহমর্মী হতে পারি আর তাই আমি আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি একদিকে দেশে যখন একটি শক্তিশালী ভ্যাকসিন-বিরোধী লবি তৈরি হচ্ছে, যারা প্রতিনিয়ত আমাদের চিকিৎসকদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে তখন বিরাট, ধোনি , রোহিতের মতো আমাদের দেশের আইকনরা টিকা গ্রহণ ও টিকা প্রদান করার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন--- যাতে অদূর ভবিষ্যতে করোনা -মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায় তাঁর প্রত্যেক জনসাধারণকে মাস্ক পরতে ও কোভিড বিধি মেনে চলতে অনুরোধ করছেন যা এই সসময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বার্তা। প্রত্যেক অনুদান দিচ্ছেন এবং সম্ভাব্য প্রতিটি উপায়ে সহায়তা করার চেষ্টা করছেন যাতে এই ছোট ছোট পদক্ষেপ শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত করে বৃহৎ পার্থক্য সসূচিত করা যায়।
আমাদের এই অস্থায়ী স্বাস্থ্যব্যবস্থাও কীভাবে অনন্য হয়ে উঠতে পারে কীভাবে জীবন বাঁচিয়ে তুলতে পারে, এবং নাগরিক সমাজের উপর আমার এখনও কোন আস্থা রয়েছে—তা বোঝানোর জন্য একটি ব্যক্তিগত স্তরের উদাহরণ দিতে চাই।
এক সপ্তহ আগে খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর বাবার অক্সিজেনের মাত্রা নেমে যায় ৭০-এ তাঁর বয়স ৭৬ স্বভাবতই আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ ছিল। পুরো পরিবার কোভিড-আক্রান্ত হওয়ায় তাদের কোনও পক্ষে বাড়ি থেকে বেরনো সম্ভব হয়নি। তখন মাঝরাত হাসপাতালে শয্যা অপ্রতুল, আর সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করাও বে কঠিন হয়ে উঠছিল। আমার কাছে খবর আসামাত্রই আমি ডাক্তার -বন্ধুদের কাছে সাহায্য চাই। উডল্যান্ডেসের সপ্তর্ষি বসু এবং রূপালি বসু---দু'জনেই সেই মধ্যরাতেই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কীভাবে ঘরে অকিএজন দেওয়া যায় এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়—তা আমার বন্ধুটিকে বুঝিয়ে দেন সপ্তর্ষি নিজে, সারারাত জেগে। পরের এক ঘণ্টার মধ্যে রোগীর অক্সিজেনের তর নয়ের ঘরে ফিরে আসে ভোর চারটে অবধি এই পরিস্থিতি চলার পর পরদিন সকালে আমার রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করি, তিনি এখন আরোগ্যর পথে।
সুতরাং একথা প্রমাণিত আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। এখনও এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা মানুষের সেবা এবং জীবন বাঁচানোর তাগিদে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে চলেছেন। আদতে যেখানে ঘাটতি, তা হল এঁদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি দেওয়ার প্রয়াসে। এবার তাই সয় এসেছে নাগরিক সমাজের পদক্ষেপ নেওয়ার আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যদি তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন, তবে এবার নাগরিক সমাজই তা করবে আমরাই হব তাঁদের আরশি।
আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সমর্থন করা উচিত। নির্বাচনের বিজয় উৎসব বন্ধ করে, গণনা পরিবর্তীকালে যাতে একটাও সমাবেশ না হয়—তাও নিশ্চিত করতে হবে আমাদের সম্মিলিতভাবে আমাদের এই যুদ্ধ জয় করতে হবে সত্যি বলতে, রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের কাছে আর কোনও বিকল্প নেই প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েও তাঁদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে চেয়ে বলতে চাই—আমরা আপনাদের জায়গা নিতে অক্ষম, কিন্তু আমরা আপনাদের ছায়াসঙ্গী হতে পারি আপনাদের প্রয়োজনে আমরা বকিছু করতে প্রস্তুত, কারণ এই কঠিন পরিস্থিতিতে আপনারাই অন্ধের যষ্টি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

খাস কলকাতায় ১৯ ঘণ্টা ধরে করোনা আক্রান্ত মৃত রোগীর দেহ আগলে বাবা

কলকাতা,৩ মে (হি স): যত সময় বাড়ছে ততই বেড়ে চলেছে শহরজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে করোনা আবহে খাস কলকাতায় করোনা আক্রান্ত মৃত রোগীর দেহ আগলে বাবা। সোমবার এরকমই ঘটনা ঘটেছে বেহালায়। হুঁ হুঁ করে দেশ তথা রাজ্য জুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এরই মাঝে অভিযোগ উঠেছে, বেহালার সখেরবাজারের বৈশালী পার্ক এলাকায় প্রায় ১৯ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাড়িতেই পড়ে রয়েছে করোনা রোগীর মৃতদেহ। গত বুধবার, বছর পঞ্চাশের বৈশালী পার্ক এলাকার বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত হয়। এরপর হোম আইসোলেশনে থাকলেও গতকাল দুপুরে মৃত্যু হয় তার। এরপর অভিযোগ ছেলের দেহ আগলে বসে থাকা বাবা।

কাঁকুড়গাছিতে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুন, অভিযুক্ত তৃণমূল

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): ভোটের ফল প্রকাশের পরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক হিংসা। হিংসা থেকে রেহাই পেল না কাঁকুড়গাছি। কাঁকুড়গাছিতে এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম অভিজিৎ সরকার। তাঁর বাড়ি কাঁকুড়গাছির শীতলাতলা লেনে। তিনি বিজেপি-র ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, রবিবার ফল প্রকাশের পরেই গলায় তার পেঁচিয়ে ও পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় অভিজিৎকে। সবার চোখের সামনেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

ওই বিজেপি কর্মীর পরিবার জানিয়েছে, হামলার সময় ফেসবুক লাইভ করছিলেন অভিজিৎ। তৃণমূল দুষ্কৃতীরা একের পর এক বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর করছিল। সেই সময় অভিজিৎ ফেসবুক লাইভে সব দেখানোর চেষ্টা করায় তাঁর উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। অভিজিতের মা মাধবী সরকারকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মারধরের পর অভিজিৎকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে উত্তরবঙ্গেও চলবে ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গের। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৬ ডিগ্রির কাছাকাছি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অসম বিধানসভা : বিজেপি জোট ৭৫টি আসনে জয়ী, দ্বিতীয়বার গঠন করবে সরকার

গুয়াহাটি, ৩ মে (হি.স.) : ১২৬ আসনের অসম বিধানসভায় ৭৫ টি আসনে জয়ী হয়ে বিজেপি মিত্রজোট-র প্রত্যাবর্তন হয়েছে। বিজেপি একাই ৬০টি আসনে জয় সুনিশ্চিত করেছে। তাৎপর্যপুর্ন বিষয় হল, ২০১৬ নির্বাচনেও বিজেপি ৬০টি আসনে জয়ী হয়েছিল। তবে, এবছর মিত্রজোট-র আসন সংখ্যা সামন্য কমেছে। বিপিএফ জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ায় ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় বিজেপি এবার ১১টি আসন কম পেয়েছে। তবে, তাতে কংগ্রেস-র খুব একটা ফায়দা হয়নি। এমনকি, ক্ষমতা দখলও সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে, অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৬০, কংগ্রেস ২৯, এআইইউডিএফ ১৬, অগপ ৯, ইউপিপিএল ৬, বিপিএফ ৪, সিপিএম ১ এবং নির্দল প্রার্থী ১টি আসনে জয়ী হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সাথে ২০২১ সালের নির্বাচনী ফলাফল-এ তেমন তফাত নেই। ২০১৬ সালেও বিজেপি ৬০, কংগ্রেস ২৬, এআইইউডিএফ ১৩, অগপ ১৪, বিপিএফ ১২ এবং নির্দল ১ টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এবছর নির্বাচনে বিজেপি জোট-র খাতায় ১১টি আসন কম পড়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোট ভেঙ্গে বিপিএফ বেরিয়ে যাওয়া-কে কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। তবে, জোট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বিপিএফের ক্ষতিই হয়েছে। গত নির্বাচনে ১২টি আসনে জয় এবছর কমে হয়েছে ৪। অথচ, ইউপিপিএল বিজেপি-র সাথে জোট বেঁধে লড়ে ৮টি আসনে জয় নিশ্চিত করেছে। ২০১৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেস-র ৩, এআইইউডিএফ ৩, সিপিএম ১ এবং বিপিএফ-র ৪টি আসন বেশি পেয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, অসম বিধানসভা নির্বাচনে এ-বছর কংগ্রেস জোট-র দখলে ৫০টি আসন রয়েছে। এদিকে, ২০২১ সালে নির্বাচনে ২০১৬ সালের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা কম ছিল। এ-বারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৯৪৬ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে পুরুষ ৮৭২ এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ৭৪ জন প্রার্থী। কিন্ত, ২০১৬ সালে মোট প্রার্থী ছিলেন ১০৬৪ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ৯৭৩ জন এবং মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৯১ জন। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার রয়েছেন ২,৩৩,৭৪, ০৮৭ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১, ১৮,২৩,২৮৬ জন, মহিলা ১,১৫, ৫০,৪০৩ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩৯৮ জন। নির্বাচন কমিশন এবছর ৩৩৫৩০টি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। অন্যদিকে ২০১৬ সালে ১,৯৯, ৫৩,৪০৮ ভোটারের মধ্যে ১,০৩, ১৪,১৭১ পুরুষ, ৯৬,৩৯,২২৬ জন মহিলা এবং ১২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন। ওই বছর ২৪৮৯০টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে, এবছর পোস্টাল ব্যালট-এ ৪১৪ শতাংশের বৃদ্ধি হয়েছে। ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ১,৫০, ০৩৩টি পোস্টাল ব্যালট-এ ভোট গ্রহণ হয়েছে। ২০১৬ সালে ওই সংখ্যা ছিল ২৯১৭৩। করোনাকালে নির্বাচন কমিশন সকাল ৮টা থেকে ৩৩১টি গণনা কেন্দ্রে গণনা শুরু হয়েছে। তার মধ্যে ২৭৯টি ইভিএম এবং পোস্টাল ব্যালট-র ৫২টি গণনা কেন্দ্র রয়েছে। কিন্ত, ২০১৬ সালে মোট ১৪৩টি গণনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ সন্দীপ/ কাকলি

শান্তি বজায় রাখুন, এখন করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হবে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই হিংসার রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা, কোথাও কোথাও খুন হয়েছেন বিজেপি কর্মীরা, কোথাও আবার বিজেপি কর্মীদের ঘর-বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সর্বত্রই অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। এই হিংসা বন্ধ করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেছেন, 'আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি শান্তি বজায় রাখুন, হিংসায় জড়াবেন না। আমরা জানি বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাদের প্রচুর অত্যাচার করেছে, কিন্তু আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। এই মুহূর্তে করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদের।...বড় জয় পেয়েছি। কিন্তু নেতা-কর্মীদের অনুরোধ, আপনারা শান্ত থাকুন। অভিযোগ থাকলে জানান।'

গোটা দেশের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও করোনার প্রকোপ বাড়ছে, তাই এখনই কোনও উদযাপন নয় বলে জানিয়ে দিলেন মমতা। তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, 'শপথ নিলেও এখনই কোনও উদযাপন নয়। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা ব্রিগেড করব। সেখানে দেশের সমস্ত নেতা-নেত্রীদের আমন্ত্রণ জানাব। সেখানে উদযাপন হবে।' এদিন মমতা ঘোষণা করেছেন, 'সমস্ত সাংবাদিকরাই করোনা-যোদ্ধা।' মমতা এদিন বলেছেন, 'বিজেপি এখনও অত্যাচার করছে। কোচবিহারে আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা। কোচবিহারের এসপি বিজেপির হয়ে কাজ করেছে। আরও অনেক পুলিশ কর্তা আছেন, যাঁরা বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন।' ভোট মিটে গেলেও নন্দীগ্রাম নিয়ে তরজা শেষ হওয়ার লক্ষণ নেই। সেখানে গণনায় কারচুপি হয়েছে বলে রবিবার থেকেই অভিযোগ করে আসছে তৃণমূল। এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, প্রাণনাশের হুমকি রয়েছে বলে পুনর্গণনার নির্দেশ দিতে ভয় পাচ্ছেন নন্দীগ্রামের রিটার্নিং অফিসার।'' সোমবার কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল নেত্রী। সেখানে রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মেসেজ কথোপকথন তুলে ধরেন তিনি। যেখানে বলা রয়েছে, ''বন্দুকের নলের মুখে কাজ করতে হচ্ছে। পুনর্গণনার নির্দেশ দিলে প্রাণে মেরে ফেলা হতে পারে আমাকে।'' মমতার কথায়, 'রিটার্নিং অফিসাররা ভয় পেয়েছে। আমার কাছে এসএমএস এসেছে, তাতে ওরা বলেছে, 'আমাকে বন্দুকের ডগায় কাজ করতে হচ্ছে। পুনর্গণনার নির্দেশ দিলে প্রাণসংশয় হতে পারে।'' মমতা বলেছেন, 'নন্দীগ্রামের ভোট সবাই দেখেছেন। পক্ষপাতদুষ্ট পর্যবেক্ষকরা ছিলেন। বিজেপি অনেক অত্যাচার করেছে, ইভিএম পালটে দিয়েছে। আরও অনেক কিছু করেছে। আমরা এ নিয়ে আদালতে যাব।' ফলপ্রকাশের পরই তৃণমূলের সাফল্যের জন্য টুইট করে মমতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও ফোন করেননি। এ প্রসঙ্গে মমতা বলেছেন, 'এই প্রথম দেখলাম প্রধানমন্ত্রী ফোন করলেন না। হয়তো উনি ব্যস্ত ছিলেন। উদ্ধব ঠাকরে, অখিলেশ, কেজরিওয়াল, নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।' পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে বাম ও কংগ্রেস একেবারে মুছে গিয়েছে, তাতে মমতা মোটেও খুশি হননি। এদিন তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, 'আমি চাই না কেউ পুরোপুরি শূন্য হয়ে যাক। রাজনৈতিক ভাবে আমার সংঘাত থাকতে পারে। বিজেপি থেকে কিছু ভোট ওদের কাছে গেলে ভাল হত।'

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বিজয়ী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.) : আর সময় নষ্ট না করে আজ সোমবারই সরকার গঠনের দাবি জানাতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধে ৭টা নাগাদ রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন মমতা। নিজেই টুইট করে সেকথা জানিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তার আগে দুপুরেই তৃণমূল ভবনে দলের জয়ী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়ী বিধায়কদের সোমবার দুপুর ৩টেয় আসতে বলা হয়েছে তৃণমূল ভবনে। সেখানে বিধায়কদের সঙ্গে সর্বপ্রথম রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

জয়ের পর আর দেরি করতে চাননি। তাই সোমবার কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল গোটা দেশ। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে তা পর্যাপ্ত নয় বলেই মত প্রশাসনিক মহলের। মনে করা হচ্ছে তৃতীয় বারের জন্য শপথ নেওয়ার আগে এই বৈঠকেই করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলের জয়ী বিধায়কদের দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে পারেন তিনি। মনে করা হচ্ছে, যে সব এলাকায় তৃণমূল বিধায়ক নেই সে সব জায়গায় প্রশাসন নিজেই কাঁধে দায়িত্ব নিতে পারেন।

দলীয় সূত্রে খবর বৈঠকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন নিয়েও আভাস দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদায়ী মন্ত্রিসভার কেউ কেউ আগামী মন্ত্রিসভায় নাও থাকতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে। সোমবারের বৈঠকেই সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। মনে করা হচ্ছে এক ঝাঁক নতুন মুখের দেখা মিলবে মমতার নতুন মন্ত্রিসভায়। কালীঘাটের একটি বিশ্বস্ত সূত্র এমনটাই জানিয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভার নীল নকশা কার্যত তৈরি হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। ফলে সোমবার সন্ধ্যায় বৈঠক শেষ করেই রাজভবন যাবেন মমতা। সেখানে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কাছে তৃতীয় বারের জন্য সরকার গঠনের প্রস্তাব দেবেন তিনি। ২০১১ সালে প্রথম বার রাজভবনে মমতার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলেও ২০১৬ সালে সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল রেড রোডে। যেখানে হাজির হয়েছিলেন দেশের বিজেপি বিরোধী নেতারা। কোভিড সংক্রমণের কারণে এ বার আর কাউকে আক্রমণ জানানো হবে না। এ বার নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ হবে রাজভবন। অবশ্যই তা ছোট পরিসরে। তার পর নতুন বিধায়কদের শপথের কাজ হবে কোভিডবিধি মেনেই। যদিও, সেই কাজটি করবেন বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। সেই কাজের বিষয়েও জরুরি নির্দেশ তৃণমূল ভবনের বৈঠক থেকেই দেবেন তিনি।

সিপিআই-এর যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় সোমবার আগরতলা। ছবি ঃ নিজস্ব

"তৃণমূল বলেছিল খেলা হবে, খেলা হয়েছে" পাপিয়া অধিকারী

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): করোনা আবহে পালিত হয় একুশের বিধানসভা ভোট। ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ পেয়েছে। ফের মসনদে তৃণমূল। তারপরেই সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে "তৃণমূল বলেছিল খেলা হবে, খেলা হয়েছে" আমাজন মন্তব্য করলেন বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারী। একুশের বিধানসভা ভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই সেই ভোট সম্পন্ন হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ফলাফল। সংযুক্ত মোর্চা বিজেপিকে হারিয়ে ফের মসনদে তৃণমূল। এরই মানুষ সোমবার বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারী তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে বলেন, "তৃণমূল বলেছিল খেলা হবে। খেলা হয়েছে। কিন্তু আমরা স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে পারিনি। ওদের সঙ্গে স্ট্রেট ব্যাটে খেলা সম্ভবও না"।

ভ্যাকসিনের জোগানে সঙ্কট মানিকতলার হাসপাতালে

কলকাতা,৩ মে (হি স): করোনা কাঁটায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে আম জনতার। যত সময় বাড়ছে ততোই লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য লম্বা লাইন হাসপাতাল গুলোর বাইরে। সোমবার ভ্যাকসিনের জোগানে সঙ্কটের অভিযোগ মানিকতলার এক হাসপাতালে।

গত বছর মার্চ মাস থেকে শহর তথা দেশ জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। আরও একটা নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও বজায় করোনা আবহ। এই পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিনের চাহিদা বেড়ে গেলেও হাসপাতাল গুলোতে সঙ্কটের অভিযোগ উঠেছে। এরই মাঝে অভিযোগ, মানিকতলা ইএসআই-তে ভ্যাকসিন-হয়রানির। এদিন হাসপাতালের তরফে নোটিস দিয়ে সাফ জানানো হয় দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হলেও, প্রথম ডোজ দেওয়া আপাতত বন্ধ। যাদের রেজিস্ট্রেশন আগে হয়েছে এদিন হাসপাতালে ভ্যাকসিন নিতে এসে তাঁরা ফিরে যায়। আগে থেকে না জানানোয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

আগামী ৫ মে থেকে ১৪ দিনের আংশিক কার্ফু অন্ধ্রপ্রদেশে

অমরাবতী, ৩ মে (হি.স.) : রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় আগামী ১৪ দিনের জন্য আংশিক কার্ফু লাগু করার সিদ্ধান্ত নিল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ মে থেকে ১৪ দিনের আংশিক কার্ফু রাজ্যে লাগু করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে এক ঘোষণাপত্রে আরও জানানো হয়েছে, ওইদিন থেকে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজ্যবাসীদের অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী কেনাকাটার জন্য দোকান খোলা থাকবে। তবে ওই সময় ১৪৪ ধারাও লাগু থাকবে। এর ফলে ওই সময়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এক জায়গায় দাঁড়ানোর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা থাকবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডির নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অন্ধপ্রদেশের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, রবিবার পর্যন্ত রাজ্যে ২৩,৯২০ জন নতুনভাবে কোভিদ সংক্রমিত হয়েছেন। এরমধ্যে ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

করোনায় বেহাল অবস্থা উত্তর প্রদেশে দু"দিন বাড়ল কারফিউর মেয়াদ

লখনউ, ৩ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে বেহাল অবস্থা উত্তর প্রদেশের। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। তাই আরও দু"দিনের জন্য করোনা-কারফিউর মেয়াদ বাড়ানো হল উত্তর প্রদেশে। সোমবার উত্তর প্রদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ।

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (তথ্য) নবনীত সেহগাল জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত থেকে আটটা থেকে মঙ্গলবার সকাল সাতটা পর্যন্ত যে কারফিউর ঘোষণা করা হয়েছিল, তা ৪৮ ঘন্টার জন্য বাড়ানো হয়েছে। এখন কারফিউ লাগু থাকবে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা পর্যন্ত। এই সময়ে বন্ধ থাকবে সমস্ত দোকান ও প্রতিষ্ঠান। কারফিউ লাগু হওয়ায় যে যতটা পারছেন, এটিএম থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন। ফলে নগদ টাকা হাতে না পেয়ে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরতে হয়েছে বহু মানুষকে। আলিগড়ের বাসিন্দা একজন ব্যক্তি সোমবার জানান, হাতে টানা নেই, এটিএম-এ টাকা নেই, কিভাবে সংসার চালাবো জানি না।

২৪ ঘন্টায় কর্ণাটকের হাসপাতালে মৃত ২৪ রোগী, বৈঠকে ডাকলেন ইয়েদুরাপ্পা

চামরাজানগর (কর্ণাটক), ৩ মে (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে কর্ণাটকের চামরাজানগর জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হল ২৪ জন রোগীর। অক্সিজেনের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জন রোগীর। এতজন রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। মঙ্গলবার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশে দিয়েছেন চামরাজানগর জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এস সুরেশ কুমার। সোমবার মন্ত্রী এস সুরেশ কুমার জানিয়েছিলেন, বিগত ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে চামরাজানগর জেলা হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাব ও অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়েছে ২৪ জন রোগীর। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন করোনা রোগীও রয়েছেন। এই ঘটনায় চামরাজানগর জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। তিনি মঙ্গলবার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। চামরাজানগর জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এস সুরেশ কুমার জানিয়েছেন, হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি কারও গাফিলতি মেলে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"এই জয় বাংলার মা মাটি মানুষের জয়": মন্তব্য জয়ী রাজের

কলকাতা,৩ মে (হি স): করোনা আবহে সম্পন্ন হয় একুশের ভোট। রবিবার হয় ফল প্রকাশ। অন্যদিকে বারাকপুর বিধানসভা থেকে জেতেন রাজ চক্রবর্তী। নিজের জয়ের পরেই " এই জয় বাংলার মানুষের জয়, মা মাটি মানুষের জয়" মন্তব্য জয়ী রাজের। একুশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে লড়েন বারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জেতেন রাজ চক্রবর্তী। আর তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাজ চক্রবর্তী লেখেন, " এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কঠোর পরিশ্রমের জয়। এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সততার জয়। এই জয় তৃণমূল কর্মীদের মাটি অঁকড়ে লড়াই করবার জয়। এই জয় বাংলার মা- মাটি- মানুষের জয়। এই জয় বাংলার নারীশক্তির জয়। এই জয় বাংলার সংস্কৃতির। এই জয় বাংলার মনিষীদের জয়। এই জয় বাংলার উন্নয়নের। এই জয় বাংলার মানুষের ভালোবাসার জয়। আমরা কৃতজ্ঞ। কথা দিয়েছিলাম, আপনারা যদি আমায় ১০৮ বারাকপুর বিধানসভা থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত করেন, আপনাদের সেবায় আমি নিজেকে নিয়োজিত করবো। নিজেদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আপনারা কথা রেখেছেন। এবার পালা আমার। কথা দিলাম, আগামী পাঁচ বছর আপনাদের পাশে থাকবো। যে কোনও পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমি প্রস্তুত। পালিয়ে যাব না। এই মূহুর্তে করোনা মহামারী আমাদের জন্যে সব থেকে ভয়াভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহামারীর বিরুদ্ধে আমরা লড়ব একসাথে। বারাকপুর ও টিটাগড়ে আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক একটি পরিকাঠামো গঠন করব। মানুষের যেকোনও সমস্যায় আমাদের পরিষেবা পৌঁছে যাবে আপনাদের দোর গোড়ায় । সকলে ভাল থাকুন ও সবাইকে ভাল রাখুন"।

আরবিআই-এর নয়া ডেপুটি গভর্নর টি আর শঙ্কর, ৩ বছরের জন্য দায়িত্বে

মুম্বই, ৩ মে (হি.স.): রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র নতুন ডেপুটি গভর্নর হলেন টি রবি শঙ্কর। সোমবার আরবিআই-এর নতুন ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন টি রবি শঙ্কর। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত আগামী ৩ বছরের জন্য আরবিআই-এর ডেপুটি গভর্নর থাকবেন টি রবি শঙ্কর। ডেপুটি গভর্নর হওয়ার প্রাক্কালে আরবিআই-এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন রবি শঙ্কর।গত ২ এপ্রিল অবসর নিয়েছিলেন বি পি কানুনগো। তারপর থেকেই খালি ছিল আরবিআই-এর চতুর্থ ডেপুটি গভর্নরের পদ। অ্যাপয়েন্টমেন্টের পর সোমবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র নতুন ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন টি রবি শঙ্কর।

মৃত্যু আরও ৪৯ জনের, তেলেঙ্গানায় করোনা-সংক্রমিত ৪.৫৬-লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ৩ মে (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ৪৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৫,৬৯৫ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৮৫ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,৭৩,৯৩৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ৪৯ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ২, ৪১৭ জনের প্রাণ। সোমবার তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৬৯৫ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬,২০৬ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮০,১৩৫ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,৭৩,৯৩৩ জন।

নিয়ন্ত্রণরেখা ফের অশান্ত, সাম্বায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ৩ মে (হি.স.): হামলার মনোভাব থেকে পিছু হটছেই না পাকিস্তান, ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ফের অশান্ত হল। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার রামগড়ে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, সোমবার সকাল ছ"টা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার রামগড়ে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

কেরল কংগ্রেস (বি) শিবির শোকস্তব্ধ, ৮৭ বছরে প্রয়াত আর বালাকৃষ্ণা পিল্লাই

তিরুবনন্তপুরম, ৩ মে (হি.স.): কেরল কংগ্রেস (বি) শিবিরে শোকের আবহ। প্রয়াত হয়েছেন কেরল কংগ্রেসের (বি) চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আর বালাকৃষ্ণা পিল্লাই। সোমবার ভোররাতে কেরলের কোল্লাম জেলার কোট্টারাকারায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বার্ধক্যজনিত, বিশেষ করে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছিলেন বালাকৃষ্ণা পিল্লাই। গত শুক্রবার থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ সবকিছু শেষ হয়ে গেল। কেরল স্টেটওয়েলফেয়ার কমিশন ফর ফরওয়ার্ড কমিউনিটিসের চেয়ারম্যান ছিলেন পিল্লাই। দীর্ঘ সময়ের জন্য কেরল কংগ্রেসের (বি) চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিল্লাই। ১৯৬৪ সালে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন তিনি। পরে কেরল কংগ্রেস গঠন করেন। কেরল কংগ্রেসের (বি) চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আর বালাকৃষ্ণা পিল্লাইয়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

হরেকরকম

সৌরবিদ্যুতের খুঁটিনাটি

যদিও খরচান্ত ব্যাপার। তবে একবার বসাতে পারলে বিদ্যুত পাওয়া যাবে অনন্তকাল।

মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ

এয়ার কন্ডিশনারের দরদাম আর লাগবে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ। রাজধানীর মালিবাগের সোলার পাওয়ার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'এনার্জি সিস্টেম কোম্পানি'র মালিক ও প্রকৌশলী সেরাজুল ইসলাম বলেন, "মূলত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ সোলারে পাওয়ারের ব্যাপক পরিসরে পরিচিত হয়। এর আগে দেশে এই প্রযুক্তি ছিল, তবে ছোট পরিসরে।" তিনি জানান, বর্তমানে সোলার প্রযুক্তি ক্রমেই উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আগে সোলার প্রযুক্তি শুধু বিদ্যুৎ নেই এমন এলাকাতেই চোখে পড়ত। এখন শুধু মফস্বল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এসেছে শহরেও। এই প্রসারের জন্য অনেকটাই গুরুত্ব রেখেছে সরকারি আইন।

এই আইন মোতাবেক ঢাকায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে হলে ভবনের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ 'সোলার সিস্টেম' দিয়ে পূরণ করতে হবে। আবাসিক ভবনের জন্য ৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৮ শতাংশ এবং শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসতে হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে।

তবে শুধু সরকারি বাধ্যবাধকতায় নয়, বিদ্যুৎ খরচ কমাতেও সোলারের প্রতি ঝুঁকছেন অনেকেই।

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়। আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত। ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে।

শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়। তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে।

ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।

সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন। ব্ল্যাক হোল সন্ধানী তিন পদার্থবিদের নোবেল জয় (৪

এই মহাবিশ্বের অন্যতম বিস্ময় ঘেরা প্রপঞ্চ ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতিতে চলতি বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন তিন গবেষক।

আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গের গবেষণায় ৩ বিজ্ঞানীর নোবেল এমনকি আইনস্টাইনেরও সন্দেহ ছিল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস মঙ্গলবার এই পুরস্কারের জন্য যুক্তরাজ্যের স্যার রজার পেনরোজ এবং জার্মানির রাইনার্ড গেনসেল ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রেয়া গেজের নাম ঘোষণা করে। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর হল মহাকাশের এমন এলাকা যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রচণ্ড যে সেখান থেকে কোনো কণা, এমনকি আলোর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারে না। বিরাট আকৃতির কোনো নক্ষত্র যখন তার আয়ুষ্কাল শেষে চুপসে যায়, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রচণ্ড মাত্রা পায়, বিপুল পরিমাণ ভর সন্নিবেশিত হয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র আয়তনের ভেতরে, তখনই তা পরিণত হয় কৃষ্ণগহ্বরে। আলো বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ব্ল্যাক হোল দেখাও যায় না। চারপাশে যে জায়গা পর্যন্ত ওই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন। এর বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হতে পারে, ইভেন্ট হরাইজনে গিয়ে সময় বুঝি স্থির হয়ে আছে। স্যার রজার পেনরোজস্যার রজার পেনরোজজার্মান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ধারণা দেন, যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। তার ওই তত্ত্বেই ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের ধারণা আরো জোর পায়, যদিও আইনস্টাইন নিজেও এক সময় ওই তত্ত্ব 'ভুল' বলে ভাবতে শুরু করেন। তার মনে হয়েছিল, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের মত কিছু থাকা সম্ভব না। আইনস্টাইনের মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৬৫ সালে তার সেই সংশয় দূর করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক পদার্থবিদ রজার পেনরোজ।

গাণিতিকভাবে তিনি দেখিয়ে দেন ব্ল্যাক হোল সত্যিই থাকা সম্ভব। আর কীভাবে তা তৈরি হয়, তাও তিনি গাণিতিক সমাধানে দেখিয়ে দেন আইনস্টাইনের সেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের পথ ধরেই। আইনস্টাইনের তত্ত্বের পর পেনরোজের ওই গাণিতিক সমাধানকেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। রাইনার্ড গেনসেলরাইনার্ড গেনসেলআন্দ্রেয়া গেজআন্দ্রেয়া গেজজার্মানির ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউট ফর এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ফিজিক্সের গবেষক রাইনার্ড গেনসেল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আন্দ্রেয়া গেজ ১৯৯০ এর দশকে আলাদা দুই দল জ্যোতির্বিদকে নিয়ে নজর রাখছিলেন আমাদের ছায়াপথের ঠিক মাঝামাঝি এলাকার একটি অংশে, যাকে বলা হয় 'স্যাগিটেরিয়াস ।

ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন

ব্লাশ যদি ত্বক উপযোগী না হয় তাহলে তা চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট করে। ব্লাশ মেইকআপের এমন একটা অংশ যা চেহারার মলিনভাব দূর করে ও তাৎক্ষনিকভাবে তারুণ্য ফুটিয়ে তোলে। তাই ত্বকের ধরন বুঝে ব্লাশ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ব্লাশ নির্বাচন করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল। ফ্যাকাশে ত্বক: যাদের ত্বক ফ্যাকাশে সাদা তাদের জন্য পিচ ধর্মী ব্লাশ উপযোগী। কোমল আভা তৈরি করতে পাউডার-জাতীয় ব্লাশ ব্যবহার করা উচিত। হাইলাইটার ব্যবহার করতে না চাইলে শিমারযুক্ত ব্লাশ ব্যবহার করা ভালো। ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (গোলাপিভাব): এই ধরনের ত্বকে হালকা গোলাপি রংয়ের ব্লাশ ভালো মানায়। এতে ত্বকের গোলাপিভাব আরও ফুটে ওঠে। ত্বকে ব্রোঞ্জার ব্যবহার করলে বা মাঝারি বর্ণের হলে অপেক্ষাকৃত গাঢ় গোলাপি ব্লাশ ব্যবহার করুন।

ফর্সা থেকে মাঝারি ত্বক (জলপাইভাব): জলপাইভাব বর্ণে অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ বেশ চমৎকার লাগে। এটা মুহূর্তেই ত্বকে উজ্জ্বলভাব বাড়ায় ও ত্বকের রং আরও ফুটিয়ে তোলে।

প্রাকৃতিক বর্ণ (গোলাপি ও জলপাইভাব): এই ধরনের ত্বকে প্রায় যেকোনো রংয়ের ব্লাশ দেখতেই ভালো লাগে। কারণ এতে গোলাপি ও জলপাইভাব দুটাই রয়েছে। উজ্জ্বল রং যেমন গোলাপি ও অ্যাপ্রিকট রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। মাঝারি বর্ণ: বাদামি ধর্মী লালচে রংয়ের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে ভালো মানায়। কোরাল বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকের জন্য মানানসই। গাঢ় বর্ণ: লাল ও পাম বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে দেখতে ভালো লাগে। গায়ের রং গাঢ় হওয়ায় ত্বকে গাঢ় রংয়ের ব্লাশ ব্যবহার দেখতে বেশি প্রাকৃতিক লাগে। বেরি ও ফিউশা বর্ণের ব্লাশ এই ধরনের ত্বকে মানায় ভালো।চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

রাশিয়ার টিকা '৯২ শতাংশ কার্যকর'

শুরুতে বিতর্কের মধ্যে থাকা রাশিয়ার স্পুৎনিক ভি টিকা কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে ৯২ শতাংশের মতো সুরক্ষা দিচ্ছে, যা এর তৃতীয় ধাপের পরীক্ষামূলক প্রয়োগে উঠে এসেছে। বিশ্বখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই টিকা নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং এটা ভাইরাস আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাণহানি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে সক্ষম। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই রাশিয়া টিকাটি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়ায় তা নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। তবে এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্পুৎনিক ভি টিকার সুফল দেখা গেছে। ফাইজার, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা, মর্ডানা

ও জনসেনের মতো পরীক্ষিত টিকার তালিকায় স্পুৎনিক ভি এখন যুক্ত হচ্ছে বলে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে উদ্ভাবিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা এবং বেলজিয়ামে উৎপাদিত জনসেনের টিকার মতো একইভাবে কাজ করে স্পুৎনিক ভি। এটা তৈরিতে ঠাণ্ডার জন্য দায়ী একটি ভাইরাস ব্যবহার করা হয়েছে। মানবদেহের ক্ষতি করতে পারবে না এমন একটি রূপ দেওয়া হয় সেটিকে। এরপর করোনাভাইরাসের ক্ষুদ্র একটি অংশ তার মাধ্যমে মানবদেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯: অক্সফোর্ড ও স্পুৎনিক টিকার মিলিত ট্রায়ালের ঘোষণা এইভাবে করোনাভাইরাসের জেনেটিক কোড শনাক্ত করে মানবদেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয় এবং একে পরাস্ত করা শিখে নেয়। বড় ধরনের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি ছাড়াই এটা হয়ে থাকে।

টিকা নেওয়ার পরে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করা শুরু করে, বিশেষত করোনাভাইরাসকে লক্ষ্য করেই এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এর ফলে করোনাভাইরাস আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায়।

রুশ এই টিকা ২ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। ফলে এটা পরিবহন ও সংরক্ষণ করাও সহজ। দ্বিতীয় ডোজ ভিন্ন স্পুৎনিক ভি টিকাও দুই ডোজ দিতে হলেও এর প্রথম ডোজের চেয়ে দ্বিতীয় ডোজে সামান্য তফাৎ রয়েছে। প্রথম ডোজের ২১ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ দিতে হয়। দুই ডোজই করোনাভাইরাসের নির্দিষ্ট 'স্পাইক' নিষ্ক্রিয় করতে কাজ করে। তবে সেগুলোতে ব্যবহার করা হয় আলাদা 'ভেক্টর'- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস যেটা মানবদেহে করোনাভাইরাসের ওই 'স্পাইক' বয়ে নিয়ে যায়। এর পেছনে কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, দুটি আলাদা ফর্মুলা একই ভার্সন দুইবার ব্যবহারের চেয়ে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিতে পারে।

পরীক্ষায় কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি এই টিকা নিরাপদ দেখা গেছে। টিকা গ্রহণকারীদের কারও গুরুতর কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। যে কোনো টিকারই কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। এই টিকার যেসব পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সেগুলো সাধারণত মৃদু। তার মধ্যে বাহুতে ব্যথা, ক্লান্তি বোধ এবং হালকা জ্বর জ্বর ভাব রয়েছে। টিকা গ্রহণকারীদের কেউ গুরুতর অসুস্থ বা কারও মৃত্যু হয়নি।

রাশিয়ার পাশাপাশি এই টিকা আর্জেন্টিনা, ফিলিস্তিন, ভেনেজুয়েলা, হাঙ্গেরি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরানসহ কিছু দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ল্যানসেটের প্রতিবেদনের সঙ্গে এক মন্তব্যে অধ্যাপক ইয়ান জোনস ও পল্লী রয় বলেছেন, তড়িঘড়ি করা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতির জন্য স্পুৎনিক ভি টিকা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। "তবে এখানে যে ফল প্রকাশ হয়েছে তা স্পষ্ট এবং টিকার বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ আরেকটি টিকা এখন কোভিড-১৯ মোকাবেলায় যুক্ত হতে পারে।" এই টিকা সব বয়সীদের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং প্রথম ডোজের পরেই কোভিড-১৯ এর তীব্রতা কমিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তারা। টিকাটির সরবরাহ কম হলেও এই বিষয়গুলো আশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেছেন তারা। গত অগাস্টে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া তাদের তৈরি করোনাভাইরাসের টিকা ব্যবহারের অনুমতি দেয়। মস্কোর গামালিয়া ইনস্টিটিউটের তৈরি করা ওই টিকার নাম দেওয়া হয় স্নায়ুযুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্রকে টেক্কা দিয়ে রাশিয়ার তৈরি করা মহাকাশ যান স্পুৎনিক-১ এর নামে। মানুষের ওপর দুই মাসেরও কম সময় পরীক্ষা চালানোর পর চূড়ান্ত পরীক্ষার আগেই ওই টিকার অনুমোদন দেওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

হাতের চামড়ায় ভাঁজ? রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত পানি পান: পানি পরম বন্ধু! পানি শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুক না কেনো সানব্লক ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না। হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন। স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে। যে কারণে ত্বকে দেখা দিতে পারে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ। তাই হাত ধোয়ার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

শরীরচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের ভুল প্রত্যাশা

ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েই দ্রুত ফল পাওয়ার আশা করা ভুল। ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যায়াম করতে হবে। হয়ে গেলেন ব্যায়ামাগারের সদস্য। প্রথম দিন থেকেই সুঠাম দেহের স্বপ্ন নিয়ে শরীরের ওপর অতিরিক্ত ধকল দিলেন। কিন্তু একসময়ে দেখলেন তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে হতাশা, একসময় ব্যায়ামাগারে যাওয়ার আর সময় হয়না। নতুন ব্যায়ামাগারে যোগ দেওয়া সিংহভাগ মানুষের সঙ্গে এই কথাগুলো মিলে যাবে। ভাবছেন ভুল কোথায় হল?

শরীরচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল সেই ব্যাপারেই। শুরুতেই ভারোত্তলন: ব্যায়ামাগার শুনলেই মানুষের চোখে ভাসে বিশাল যন্ত্রে ভারি ওজন নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যায়াম করতে থাকা পেশিবহুল মানুষ। ফলে ভর্তি হয়ে আপনার মন পড়ে থাকে একপাশে সাজিয়ে রাখা 'ডাম্বেল'গুলোর দিকে। আর আপনি যখন সামান্য বুকডন কিংবা দড়িলাফ দিচ্ছেন তখন আশপাশের পেশিবহুল সদস্যরা ভারোত্তলন নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। তা দেখে যেন জেদ চেপে বসে। একদিন প্রশিক্ষকের দেওয়া রুটিন ছেড়ে আপনি ডাম্বেল ধরেই ফেলেন। ওজন তুললেই আপনার দুদিনের মধ্যেই যেন আপনার বিশাল পেশি হবে।

ভুলটা এখানেই। শরীরচর্চা শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতে আপনাকে 'কার্ডিও', 'ফ্রি হ্যান্ড' ইত্যাদি ব্যায়াম করে আগে শরীরের ভিত্তি গড়তে হবে। আর ওজন নিয়ে ব্যায়াম করার সঠিক পদ্ধতি 'পশচার' না জানলে শুধু ভারোত্তলন কোনো উপকারে আসবে না, বরং আঘাত পেতে পারেন। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে: ব্যায়ামাগারে সকল সদস্যের একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে। সেই রুটিনের বাইরের বেশি ব্যায়াম করলেই দ্রুত শরীর গড়ে উঠবে এমনটা ভাবা আরেকটি ভুল ধারণা। এমনকি রুটিনের সবটুকু ব্যায়াম প্রথম দিন থেকে করতেও নিষেধ করেন অনেক প্রশিক্ষক। তাই যে রুটিন দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। যে সপ্তাহে পুরো রুটিন সহজেই শেষ করে ফেলতে পারবেন, তখন প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে রুটিন পরিবর্তন নিয়ে। এভাবেই ধাপে ধাপে শরীর গঠনের দিকে এগোতে হবে ক্রমান্বয়ে।

খাদ্যাভ্যাস আর ওজনের দিকে নজর না দেওয়া: শুধু ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্তণ কিংবা সুঠাম দেহ কোনোটাই পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রতিদিন। শুরুতে এই ভুলটা অনেকেই করেন। প্রচুর ব্যায়াম করেন ঠিক। কিন্তু যে খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার ওজন বেড়েছে সেটাই পরিবর্তন করা হয় না। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, কতটুকু ক্যালরি গ্রহন করছেন তার তালিকা রাখা জরুরি। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে আনার পরও সেই তালিকা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই নিজের শারীরিক উন্নতির হিসেবটা করতে পারবেন। দ্রুত ফল আশা করা: ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে তা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবত সবচাইতে বড় কারণ এটাই। প্রথম সপ্তাহ থেকেই আপনি আশা করছেন আর মাত্র কদিন, তারপরই দেখা দেবে টগবগে পেশি। শরীর গঠন একটা দীর্ঘ অধ্যাবসায়, যেখানে আছে বিভিন্ন চড়াই উতরাই। শরীরের ধরন ভেদে নুন্যতম ব্যায়ামের ফলাফল দেখতে হলে কমপক্ষে তিন মাস ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে নিয়মিত। তাই অবাস্তব স্বপ্ন না বুনে প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন, সেই মাফিক কাজ করুন, মনবল রাখুন দৃঢ়।

”ভোটের ফলপ্রকাশের পর ৬ জন মারা গেছে”: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): গতকালই প্রকাশ হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ফল। ফল বলছে ফের ক্ষমতায় তৃনমূল সরকার। আর তারপরেই বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির উপর আক্রমণ হয় বলে অভিযোগ। এরই মাঝে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ”ভোটের ফলপ্রকাশের পর ৬ জন মারা গেছে” এমনটাই অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ” বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ভোটের ফলপ্রকাশের পর ৬ জন মারা গেছে। শতাধিক বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তাঁদের উৎসাহে সমাজ বিরোধীরা এবং পার্টির কর্মীরা সম্মলিতভাবে আমাদের পার্টির কর্মীদের বাড়ি দোকান সব জায়গায় আক্রমণ শুরু করেছে। পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললে বলছে আমরা কী করব। জগদ্দলের বুথে কর্মীর মাকে খুন করা হয়েছে। ওই বুথ কর্মীর উপর অত্যচার করা হচ্ছিল। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গিয়েছেন তাঁর মা। অন্যদিকে রানাঘাটে বেলেঘাটা, সোনারপুরেও বিজেপি কর্মীদের পিটিয়ে মারা হয়েছে”।

সাঁইথিয়ায় মাস্ক অভিযান পুলিশের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.):যত দিন এগিয়ে আসছে ততোই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত কয়েকদিন ধরেই আক্রান্তর সংখ্যা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে আমজনতার কপালে। এরই মাঝে সংক্রমণ এড়াতে সকলকে সচেতন করতে রত পুলিশ কর্মীরা। আর তাই সোমবার সাঁইথিয়ায় মাস্ক অভিযান পুলিশের। করোনা কাঁটায় যেন নাস্তানাবুদ সকলে। দেশ থেকে রাজ্য জুড়ে বেড়েই চলেছে আক্রান্তর সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ কর্মীরা। প্রতিনিয়ত করোনা থেকে সকলকে সচেতন করতে মাস্ক বিলি থেকে জীবাণুমুক্তকরণ করা হচ্ছে পুলিশের তরফে। এরই মাঝে এদিন মাস্ক অভিযানে নামল সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। এদিন সাঁইথিয়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে মাস্ক অভিযান করা হয় সাঁইথিয়ায়। যাঁরা মাস্ক না পরে ঘুরে বেরাচ্ছে তাঁদের মাস্ক পরানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ বিভ্রাট

কলকাতা,৩ মে (হি স): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও শহরে এখনও বিরাজমান করোনা। এরই মাঝে শহরের একাধিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে অক্সিজেনের অভাব অভিযোগ। তারই মাঝে সোমবার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ বিভ্রাট অব্যাহত।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়েছে। যতদিন এগোচ্ছে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে করোনা পরীক্ষা করার জন্য ,ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য হাসপাতালগুলিতে ঠাসা ভিড়। এরই মাঝে অভিযোগ,বেলেঘাটা আইডি-তে লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্টে বরফ বিভ্রাট। অভিযোগ প্ল্যান্টের গায়ে জমে যাচ্ছে বরফ। যার জেরে বরফ জমা রুখতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে সব সময় রাখতে হচ্ছে দমকলের গাড়ি। ক্রিম সমস্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সিউড়িতে ৪০০ শয্যার নয়া কোভিড হাসপাতাল চালুর নির্দেশিকা

সিউড়ি(বীরভূম), ৩ মে (হি.স.) : বিধানসভা ভোটের পর্ব শেষ হতেই করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্রিয় হল বীরভূম জেলা প্রশাসন। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে বীরভূমের সিউড়ি সদর হাসপাতালকে ৪০০ বেডের কোভিড হাসপাতালে রুপান্তরিত করা হচ্ছে। সোমবারই জেলাশাসকের তরফে এ বিষয়ে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। জেলাশাসকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'আগামী ১১ মে থেকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ভবনটিকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। প্রাথমিক ভাবে ২০০টি শয্যা নিয়ে চালু হবে কোভিড হাসপাতাল। পরবর্তী পর্যায়ে শয্যার সংখ্যা বাড়বে'। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, অন্যান্য রোগীদের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালের পুরনো ভবনটি ব্যবহার করা হবে। এই পদক্ষেপের ফলে বীরভূম জেলার মানুষ অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

জয়নগর এলাকায় দোকান আগুনে পুড়ে গিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

দ্রুত হিংসা বন্ধ না হলে এর ফল ভাল হবে না, বারাকপুরে হুঁশিয়ারি অর্জুনের

বারাকপুর, ৩ মে (হি.স.): ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই উত্তপ্ত বারাকপুর। যা নিয়ে ক্ষিপ্ত এলাকার সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। কার্যত ঘাসফুল শিবিরকে হুঁশিয়ারি দিলেন অর্জুন সিং।

ঘাসফুল ঝড়ে কার্যত কেঁপে গিয়েছে অর্জুন-গড় হিসেবে পরিচিত বারাকপুর। এই লোকসভা এলাকার মধ্যে থাকা সাতটি বিধানসভা আসনের মাত্র একটিতে জিতেছে বিজেপি। আর এর মধ্যেই বারাকপুর জুড়ে অশান্তির ঘটনা ঘটছে। ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মতিভবন এলাকায় রবিবার গভীর রাতে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। সেই বোমাবাজির ঘটনায় প্রাণ হারান ১৯ বছর বয়সের একজন ছাত্র। অনুরাগ সাউ নামে ওই যুবক বিজেপি সমর্থক ছিলেন বলে দাবি। এদিকে, এদিন জগদ্দল থানার উল্টোদিকে বিজেপির পার্টি অফিসে ঢুকে কয়েকজন দুষ্কৃতী পার্টি অফিসে ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যান বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং।

তাঁর অভিযোগ, "ভোটের ফল বেরনোর পর থেকেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা নানাদিকে তাণ্ডব চালাচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের মারাধর করা হচ্ছে। এমনকি মেরেও ফেলাও হচ্ছে।" এর পরেই অর্জুনের হুঁশিয়ারি, তৃণমূল পার্টি কর্মী ও সমর্থকদের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিংসা বন্ধ করা। না হলে এর ফল কিন্তু ভাল হবে না।"

যদিও বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাস করার অভিযোগ করেছে তৃণমূল শিবির।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রাজ্যপালের তলব ডিজিকে

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.) : নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক পি নীরজনয়নকে তলব করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। সোমবার তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, ”রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপিকে ডেকে পাঠিয়েছি।”

এদিনই আরও একটি টুইট করে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল। তিনি লিখেছিলেন, ”রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে হিংসা, মৃত্যুর খবর আসছে। পার্টি অফিস, ঘরবাড়ি, দোকান জ্বালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি ভরাবহ।”

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এর আগেও একাধিকবার সরব হয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। এরআগে একাধিকবার রাজ্যের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন রাজ্যপাল। একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরবও হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন রাজ্য শাসক দলের একাংশ। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল। যদিও পরের দিনই রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে রাজ্যপালের এই তলব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভোটের মুখে নজিরবিহীনভাবে রাজ্য পুলিশের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বীরেন্দ্রকে। তার পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পি নীরজনয়নকে।

মানুষ শিক্ষা-কর্মসংস্থান-উন্নয়ন চায়নি

তারা ভাতাতেই সন্তুষ্ট , ঝাড়গ্রামে হারে মন্তব্য বিজেপির সংসদ কুনার হেমরমের

ঝাড়গ্রাম, ৩ মে (হি.স.): মাত্র দু বছরেই গেরুয়া ম্যাজিক একেবারে হাওয়া হয়ে গেল ঝাড়গ্রাম লোকসভা থেকে।ঝাড়গ্রাম লোকসভার অধীন জঙ্গলমহলের সাতটি বিধানসভা আসনেই বিপুলভাবে তৃণমূলের উপর আস্থা রেখেছে মানুষ।ঝাড়গ্রাম লোকসভার আসন গুলি হল ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর,বান্দোয়ান, গড়বেতা, শলবনি।এই সাতটি বিধানসভা জেতার পাশাপাশি লোকসভার নিরিখে ভোট বাড়িয়েছে তৃণমূল।বিজেপি পাত্তাই পায় নি।

ঝাড়গ্রাম লোকসভা আসনের সাংসদ কুনার হেমরম দাবি করেছেন তিনি সাংসদ কোটার টাকা বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শুরু করেছেন।সেগুলি সবই প্রায় শেষের মুখে।তিনি জানিয়েছেন শালবনি বিধানসভা ছাড়া সব কটি বিধানসভা এলাকায় কিছু না কিছু কাজ করেছেন।কিন্তু তার পরেও কেন মাত্র দু বছরের মধ্যে বিজেপি জঙ্গলমহল থেকে হারিয়ে গেল? তার উত্তরে বিজেপির সংসদ কুনার হেমরম জানিয়েছেন " মানুষ শিক্ষা,কর্মসংস্থান,উন্নয়ন চায়নি।তারা ভাতাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছে। আমারা কোন ভাতার প্রতিশ্রুতি দি নি। আমার সাংসদ এলাকার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় তিন কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ চলছে।সে গুলি প্রায় শেষের মুখে।মানুষ এই উন্নয়ন দেখেনি।"

নয়াগ্রাম বিধানসভায় ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৬.০৪ শাতাংশ ভোট।তৃণমূল পেয়েছিল ৪৪.২২ শাতংশ।এবার নয়াগ্রাম বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছে ৫২ শতাংশ আর বিজেপি পেয়েছে ৪০ শতাংশ।গোপীবল্লভপুর বিধানসভা লোকসভায় বিজেপি পয়েছিল ৪৭.৩৮।তৃণমূল পেয়েছিল৪৩.৭৫ শতাংশ।এবার বিধানসভায় বিজেপি পেয়েছে এই আসনে ৪০ শতাংশ।সেই জায়গায় তৃণমূল পেয়েছে ৫২ শতাংশ।ঝাড়গ্রাম আসনে লোকসভায় বিজেপি পেয়েছিল ৪৪.৪৯ শতাংশ।তৃণমূল পেয়েছিল ৪৩.৬২ শতাংশ।এবার বিধানসভায় এই আসনে বিজেপি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ।আর তৃণমূল পেয়েছে ৫৪ শতাংশ।বিনপুর বিধানসভা আসনে লোকসভার ভোটে তৃণমূল এগিয়েছিল। এই আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪০.৭৫ শতাংশ।আর তৃণমূল পেয়েছিল ৪৩.৬৮ শতাংশ।এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিনপুরে বিজেপি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ।আর তৃণমূল পেয়েছে ৫৪ শতাংশ।

অন্য তিনটি বিধানসভা পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান বিধানসভা ছিল বিজেপির দখলে,মেদিনীপুরের গড়বেতা ছিল বিজেপির দখলে আর শালবনি বিধানসভা ছিল তৃণূলের দখলে।এই তিনটি বিধানসভাতেও তৃণমূল দাপট দেখিয়ে জিতেছে।ঝাড়গ্রাম লোকসভার আধীন বিধানসভা আসন গুলিতে তৃণমূল জেতার পাশাপাশি নিজেদের ভোট বিপুল ভাবে বাড়তে পেরেছে।অন্যদিকে ভোট অনেক কমেছে বিজেপির।তৃণমূল প্রার্থীদের একটাই বক্তব্য জঙ্গলমহল জুড়ে যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে তা মানুষ ভোলে নি।২০১৯ সালে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব যে ভাবে মাথা চড়া দিয়ে উঠেছিল তার প্রভাব জেলাতেও পড়েছিল।আর গত দুবছরে জেলার সংগঠনের ভিত শক্ত করার পাশাপাশি দুয়ারে সরকার,দিদিকে বলোর মতো কর্মসুচি থেকে জেলার গ্রামের মানুষেরাও সুবিধা পেয়েছে।আর তার জেরেই বিজেপির কোন মুখের কথায় ২০১৯ এর মতো আর ভোলে নি।ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ভাঁওতাবাজিতে আর যায় নি মানুষ। আর তাতেই এই বিশাল সাফল্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উত্তপ্ত তুফানগঞ্জে ভাঙচুর দু'পক্ষের কার্যালয়

তুফানগঞ্জ,৩ মে (হি.স.): ভোটের ফল ঘোষনা হতেই রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। রবিবার থেকেই চলছে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ। বিজেপির অভিযোগ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাস শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সন্ত্রাসের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়, বিজেপিই বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আর নাম দিচ্ছে তৃণমূলের।

ভোটের ফল ঘোষণা হতেই তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুরে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা চাউড় হতেই দেওচড়াই জুড়ে মাঠে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের চিলাখানা ১, চিলাখানা ২, নাটাবাড়ি ১, নাটাবাড়ি ২ সহ অন্যান্য গ্রাম গুলিতেও সন্ত্রাস শুরু হয়। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, এদিন সকালের পর নাটাবাড়িতে মাঠে নামে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এদিন বিজেপির তরফে নাটাবাড়ি বাজারের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়।

এই বিষয়ে বিজেপির নাটাবাড়ি বিধানসভার কো-কনভেনার চিরঞ্জিত দাস বলেন, 'বিজেপি সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। ভোটের ফল ঘোষণা হতেই সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে নাটাবাড়ি বিধানসভায় কয়েকশ বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। কর্মীরা বাড়ি ছেড়েও পালিয়ে রয়েছেন।'

তুফানগঞ্জ ১ ব্লক(ক)-এর সভাপতি মনোজ বর্মন বলেন, 'নাটাবাড়িতে আমাদের কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় বিজেপি। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি বিজেপি যা অভিযোগ তুলেছে তা ভিত্তিহীন। বিজেপির লোকেরাই এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম দিচ্ছে।'

তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে দিলীপ ঘোষের নিজের গ্রামও

ঝাড়গ্রাম, ৩ মে (হি.স.): বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নিজের গ্রাম থেকে বিজেপিকে ধুয়ে মুছে সাফ করে বিদায় দিল মানুষ। নয়াগ্রাম বিধানসভার তৃণমূলের দু বারের বিধায়ক দুলাল মুর্মু জয় লাভ করে তিন বারের জন্য বিধায়ক হলেন।নয়াগ্রাম বিধানসভার অধীন কুলিয়ানা গ্রামের দুটি বুথে বিজেপিকে উৎখাত করল গ্রামবাসীরা। দিলীপ ঘোষের নিজের গ্রাম ব্রাত্য করল বিজেপিকে।বিজেপির রাজ্য সভাপতি নয়াগ্রাম বিধানসভা আসনের প্রচারে একাধিক বার এসেছিলেন।নয়াগ্রাম বিধানসভার অধীনে রয়েছে কুলিয়ানা গ্রামপঞ্চায়েতে।এই পঞ্চায়েতে রয়েছে সতেরোটি বুথ।আর সতেরো টি বুথের মধ্যে তৃণমূল জয় লাভ করেছে পনেরো টিতে। একটি বুথে ফলাফল সমান।আর একটি মাত্র বুথে বিজেপি জিতেছে। ।আর বিজেপির রাজ্য সভাপতির নিজের গ্রাম কুলিয়ানাতে রয়েছে দুটি বুথ। ১১৭ ও ১১৮। এই দুটি বুথেই তৃণমূল টেক্কা দিয়েছে বিজেপিকে। ১১৭ নম্বর বুথে তৃণমূল পেয়েছে ৩২৬টি ভোট। বিজেপি পেয়েছে ২৫৫টি ভোট। ১১৮ নম্বর বুথে তৃণমূল পেয়েছে ২৫৩ টি ভোট।আর বিজেপি পয়েছে ১৮২ টি ভোট।কার্যত কেবল নিজের গ্রামই নয় অঞ্চল থেকে ধুয়ে মুছে সাফ বিজেপি।দিলীপ ঘোষ নিজের বিধানসভা থেকে বটেই নিজের অঞ্চল থেকেই বিজেপিকে জেতাতে পারেন নি।প্রচারই সাড় সাথে পেলেন না নিজের গ্রামের মানুষদেরও। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড সবার জন্য হয়ে যাওয়ায় ফলে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল সমগ্র জঙ্গলমহলে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সহ জেলার বিজেপি নেতাদের পরিবারও এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন।বিজেপির প্রচারে মানুষ সে ভাবে সাড়া দেয় নি।তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ নির্বাচনের দিন গ্রামে ভোট দিতে এসে জয় সুনিশ্চিত বলে জানিয়েছিলেন।কিন্তু সেই গ্রাম নিরাশ করল তাকে।নয়াগ্রামের দুবারের বিধায়কের কাছে হারল বিজেপি।জঙ্গলমহলের সার্বিক ফলাফল খুবই ভাল হয়েছে। চারটি আসনই তৃণমূল ধরে রাখতে পেরেছে। বিজেপি জেলা থেকেই আউট হয়েছে।দিলীপ ঘোষের নিজের গ্রামেই মুখ পুড়েছে বিজেপির।

পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১৭,৫০১ জন

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): রোজ বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা কাঁটায় দেওয়াকে একপ্রকার পিঠ থেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। এরই মাঝে পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১৭,৫০১। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত হয়েছেন রাজ্যের ১৭,৫০১ জন। তাঁদের মধ্যে ৩,৯৯০ জনই কলকাতার। অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে ফের প্রথম স্থানে কলকাতা। দ্বিতীয় স্থানে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানেও তিন হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এদিন। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৯৬৫ জন। তৃতীয় স্থানে হাওড়া। একদিনে নতুন করে করোনা থাবা বসিয়েছে সেখানকার ৯৯০ জনের শরীরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রয়েছে চতুর্থ স্থানে। একদিনে আক্রান্ত সেখানে ৯৬২ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও রীতিমতো ভয় ধরিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। দার্জিলিংয়ে একদিনে সংক্রমিত পাঁচশোর বেশি। এছাড়াও সব জেলা থেকেই মিলেছে নতুন সংক্রমিতের হদিশ। ফলে রাজ্যের মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,৮০, ৮৯৪।

করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জনের। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনই উত্তর ২৪ পরগনার। দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে প্রথম স্থানে ওই জেলা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। সেখানে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১,৬৩৭ জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৫,৯৩৭। ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা ০৭,৪৯,২৯৬। যার জেরে মোট সুস্থতার হার বেড়ে ৮৫,০৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা টেস্ট হয়েছে ৫৫,২৮৭। ফলে মোট করোনা টেস্ট হয়েছে ০১,০৬,০০,৩৪৬।

হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

নেতাই গ্রামে কাজ করল না শুভেন্দু ম্যাজিক

ঝাড়গ্রাম, ৩ মে (হি.স.): শুভেন্দু ম্যাজিক কাজ করল না নেতাই গ্রামে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই আস্থা রাখলো নেতাই বাসী। দীর্ঘ বাম আমলে থেকে উন্নয়নের নিরিখে অবহেলিত ছিল নেতাই গ্রাম।রাজ্যে পালা বদলের পর গ্রামে হাইস্কুল, পানীয় জল, নদী ভাঙন রোধ এমনকি আহত ও নিহত পরিবার গুলিকে ক্ষতিপূরন, বাড়িঘর, চাকুরি ও আর্থিক সাহায্য করেছে রাজ্য সরকার। তৎকালীন রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেতাই গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য অর্থিক সাহায্য, সেলাই মেশিন দোওয়া সহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে তৃণমুলের মন্ত্রীপদ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু বাবু। তার কিছুদিন পরেই বিনপুর এক ব্লকের যুব তৃণমুলের ব্লক সভাপতি তথা নেতাই গ্রামের বাসিন্দা তন্ময় রায় তৃণমুল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বিজেপিতে যোগদান করার পর এবছরও নেতাই গ্রামে গিয়ে শহিদ বেধিতে মাল্য করেছেন তিনি। এত কিছু করার পরেও শুভেন্দু বাবুর উপর আস্থা রাখলেন না নেতাই ও সয়েরসাই গ্রামের বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য ২০১১ সালে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন সাতজন গ্রামবাসী। সেই ঘটনার পর থেকে প্রত্যেক বছর ৭ জানুয়ারি তৃণমুলের পক্ষ থেকে নেতাই গ্রামে গিয়ে শহীদ বেধিতে মাল্যদান করতেন শুভেন্দু বাবু। এবছরও নেতাই গ্রামে এসেছিলেন। তবে এবারে বিজেপি নেতা হিসেবে নেতাই গ্রামে গিয়েছিলেন। ওই দিন নেতাই গ্রামের বেশ কিছু তৃণমুল নেতাকর্মীরাও শুভেন্দু বাবুর ওই শহিদ বেধিতে যোগাদান দিয়েছিলেন। এবছর নেতাই শহিদ বেধিতে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী জয় শ্রী রাম বলে রাজনৈতিক রং লাগিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন গ্রামবাসীরা। এবছর বিধানসভা নির্বাচনে নেতাই বুথে তৃণমুলের প্রার্থী বিরবাহা হাঁসদা ৬১৮ টি ভোট পেয়েছেন। বিজেপি নেতা সুখময় শতপথী ভোট পেয়েছেন মাত্র ২০২ টি। আর নেতাই গ্রামের পাশের বুথ সয়েরসাই বুথে তৃণমুল ৪২৪ টি ও বিজেপি ৩৯১ টি ভোট পেয়েছেন। তাই রাজনৈতিক মহলের মতে নেতাই বা জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলায় শুভেন্দু অধিকারীর ম্যাজিক কাজ করেনি।

অগ্নিগর্ভ আউশগ্রামে পুড়ল আদিবাসীদের ঘর বাড়ি ছাড়া একাধিক পরিবার, অভিযুক্ত তৃণমূল

জয়দেব লাহা

দুর্গাপুর, ৩ মে (হি.স.): ফলাফল ঘোষনা হতেই অগ্নিগর্ভ আউশগ্রামের দেবশালা। হিংসার আগুনে দগ্ধ গোটা গ্রাম। ভাঙচুর, তছনছ করা হল বাড়ীর জিনিসপত্র। উদ্ধার বোমা। আতঙ্কে গ্রামছাড়া বাসিন্দারা। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূলের দিকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

ঘটনায় জানা গেছে, রবিবার রাজ্য বিধানসভার ফল ঘোষনায় তৃণমূল জয়ী হয়। আর ওই ফল ঘোষনা হতে দুর্গাপুর, পানাগড় সহ আউশগ্রামে হিংসার অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার বিকালে দুর্গাপুর ধোবিঘাটে বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কাঁকসায় বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। আউশগ্রামের দেবশালা পঞ্চায়েতের কাঁকোরা আদিবাসী গ্রামে হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সোমবার সকালে তৃণমূলের বিজয় উচ্ছাস হচ্ছিল। ওই সময় আদিবাসীদের মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়। আস্ত গোটা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঢুকে ভাঙচুর, তান্ডব চালানো হয়। বাড়ির জিনিস পত্র ভাঙচুর, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রান্না করা খাবার নষ্ট করে দেওয়া হয়। বোমাবাজি করা হয় বলে হয় বলে অভিযোগ। আতঙ্কে অসহায় গ্রামবাসীরা নিরন্ন হয়ে গ্রাম ছেড়ে পার্শবর্তী গ্রামে আশ্রয় নেয় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডিসি অভিষেক গুপ্তার নেতৃত্বে বুদবুদ ও কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। নামে র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স। দমকলের দুটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ঘটনাস্থলে একটি বোমা উদ্ধার করে।

বিজেপির বর্ধমান সদর জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা অভিযোগে বলেন,' বিজেপি করার অপরাধে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের লোকজন। এটাই কি গনতন্ত্র?' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ নাসিরউদ্দিন বলেন,' শান্তিপুর্ন এলাকা অশান্তি করছে বিজেপি। আমাদের কর্মীদের ওপর তির ধনুক নিয়ে হামলা করে। ৫ জন আহত হয়েছে।' যদিও পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকদের করোনা যোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.) : রাজ্যের সাংবাদিকদের করোনা যোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দলের বিজয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। করোনায় অনেক সাংবাদিক প্রয়াত হয়েছেন। তাই সাংবাদিকদের করোনা যোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করছি।

প্রসঙ্গত, রবিবারই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ওই রাজ্যের সাংবাদিকদের করোনা যোদ্ধা হিসেবে ঘোষণা করে বলেছেন, কর্মরত কোন সাংবাদিক কোভিদ আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তাঁর পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা সরকারি ভাবে সাহায্য করা হবে। এই মুহূর্তে ওই রাজ্যে ৬৯৯৪ জন সাংবাদিককে এই প্রকল্পে যুক্ত করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের দু লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পে স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভেরও ঘোষণা করেছেন।

এদিন মমতা আরও বলেন, করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেব। বিকেল ৪টেয় বৈঠক রয়েছে। শপথগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দল। বিজেপি অনেক অত্যাচার করেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী অত্যাচার করেছে। শান্ত থাকুন, অভিযোগ থাকলে পুলিশকে জানান। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, কয়েকজন পুলিশ বিজেপির হয়ে আসরে নেমেছিল। সেইসব পুলিশ অফিসার মনে করে ঠিক কাজ করেছে, আমি মনে করি না। আইন সামলানোর দায়িত্ব পুলিশের।

তিনি আরও বলেন, আজ সন্ধে ৭ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে যাব। বর্ধমানে তৃণমূল কর্মীকে খুন করেছে বিজেপি। কোচবিহারে আক্রান্ত হচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা। কোচবিহারের এসপি বিজেপির হয়ে কাজ করছে।

ফল ঘোষণার পর থেকেই উত্তপ্ত জামুরিয়া

আসানসোল, ৩ মে (হি.স.): নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর জামুড়িয়ায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর। অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এদিকে, জামুড়িয়ায় তৃণমূল কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি হয় বলেও অভিযোগ।

জামুড়িয়ার বাজার এলাকায় বিজেপি নেতা রানা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিরঞ্জন সিংহের বাড়িতে রবিবার রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পাথর ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল কর্মীরা পাথর ছুঁড়ে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। চলে বাড়ি, গাড়িতে ভাঙচুরও। যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে জামুরিয়া এক নম্বর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিকে, জামুড়িয়ায় তৃণমূল কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি হয় বলেও অভিযোগ। তালতোড়ের তৃণমূল কর্মী পরেশ মাজির বাড়িতে বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। বোমবাজিতে পরেশ মাজির বাড়ির টালির চাল ভেঙে যায়। তাঁর দুই ছেলেও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই গোটা রাজ্য জুড়ে যুযুধান প্রতিপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। কোথাও কোথাও খুনের অভিযোগও উঠছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর প্রশাসন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

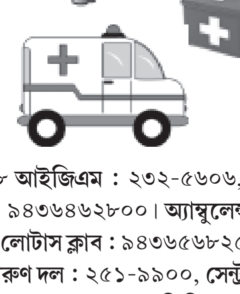

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফল ঘোষণা হতেই উত্তেজনা, সোনারপুরে বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুন

বারুইপুর, ৩ মে (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক হিংসার বলি হলেন একজন বিজেপি কর্মী। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতাপনগর এলাকায়। নিহত বিজেপি কর্মীর নাম-হারান অধিকারী। অভিযোগ, রবিবার রাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বিজেপি কর্মী হারান অধিকারীকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার তৃণমূল নেতারা। মারধরের পর গুরুতর জখম অবস্থায় হারান অধিকারীকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শুধু হারান অধিকারী নন, আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, ভোটের ফলাফল ঘোষণার দুপুর থেকেই এলাকায় বোমাবাজি শুরু হয়। রাতে বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় মারধর করা হয় এক মহিলাকে। তখন পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ জানাতেই তাঁদের উপরেও হামলা চালানো হয়। হামলার জেরে গুরুতর আহত হন হারান অধিকারী। তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সোনারপুর থানার পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমুল কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা পার্থ গাঙ্গুলী। তাঁর বক্তব্য, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়। কেউ জড়িত থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনা করে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

২০ ঘন্টা পর অবশেষে উদ্ধার হল বেহালা করোনা রোগীর মৃতদেহ

কলকাতা, ৩ মে(হি স): করোনা হানায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার হয়েছে সকলের। এই পরিস্থিতিতে বেহালার সখেরবাজারের বৈশালী পার্ক এলাকায় প্রায় ১৯ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাড়িতেই পড়ে থাকে করোনা রোগীর মৃতদেহ। অবশেষে ২০ ঘন্টা পর উদ্ধার হল বেহালায় করোনা রোগীর মৃতদেহ।

দেশ থেকে রাজ্য উভয় দিকেই আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু তারই মাঝে বেহালার সখেরবাজারের বৈশালী পার্ক এলাকায় অভিযোগ প্রায় ১৯ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাড়িতেই পড়ে ছিল করোনা রোগীর মৃতদেহ। গত বুধবার, বছর পঞ্চাশের বৈশালী পার্ক এলাকার বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত হয়। এরপর হোম আইসোলেশনে থাকলেও গতকাল দুপুরে মৃত্যু হয় তার। পরিবারের অভিযোগ বিষয়টি থানায় জানালো হলে পুরসভার হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করলেও মেলেনি কোনও সুরাহা। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে ২০ ঘন্টা পর উদ্ধার হল বেহালা করোনা রোগীর মৃতদেহ।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৬ বিজেপি কর্মীর রাজ্যপালকে অবগত করবেন দিলীপ

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): ভোটের ফলাফল ঘোষণা হতেই হিংসা শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। বিজেপি কর্মীদের ঘর-বাড়ি ভাঙচুর তো চলছেই, সন্তান হারাচ্ছেন বহু মা। আতঙ্কে বহু বিজেপি কর্মী বাড়ি ছাড়া, উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চলছে হিংসা। এই হিংসার বিষয়ে রাজ্যপালকে অবগত করবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ জানিয়েছেন, ফল প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬ জন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেছেন, 'নির্বাচনী ফল প্রকাশের পরই হিংসার শিকার বিজেপি নেতা এবং কর্মীরা। ফল প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬ জন বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। জেলায় জেলায় আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। ভাঙা হচ্ছে দলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি।' দিলীপ বলেছেন, 'চোখের সামনে হিংসা দেখেও নীরব দর্শক পুলিশ।' এই হিংসা সম্পর্কে রাজ্যপালকে জগদীপ ধনকরকে অবগত করবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বলেছেন, 'প্রথম দফা থেকেই খুনের রাজনীতি চলছে। রাজ্যপালকে এবিষয়ে জানাব।'

দেগঙ্গায় আইএসএফ কর্মীকে বোমা মেরে 'খুন', অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দেগঙ্গা, ৩ মে (হি.স.): ভোটের ফলাফল বের হতেই রাজ্যের দিকে দিকে শুরু অশান্তি। যার আঁচ এসে পড়ল উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায়। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পরের দিনই মাঠে আইএসএফ কর্মীকে পরপর বোমা মেরে খুনের অভিযোগ। তির তৃণমূলের দিকে। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা দেগঙ্গা কদম্বগাছির উলা এলাকায়। মৃত আইএসএফ কর্মীর নাম হাসানুর জামান(৩৫)।

উলা পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা হাসানুর জামান সোমবার সকালে তাঁর বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে মাঠে কাজ করছিলেন। দেগঙ্গায় জয়লাভ করেন রহিমা মন্ডল। এই এলাকায় আইএসএফের প্রভাব ছিল। সোমবার সকালেই হাসানুরের ওপর চড়াও হন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। পরপর বোমা ছোড়া হয় তাঁকে লক্ষ্য করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান তিনি।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।স্থানীয় তৃণমূল নেতা আরসাদ উদজামান ও তাঁর দলবলের দিকে আঙুল তুলেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। ভোটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরের দিনই এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ। ধান খেতের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমাও উদ্ধার হয়েছে। এলাকা থমথমে রয়েছে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের পাল্টা দাবি, পুরনো কোনও শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে করোনার টিকাকরণ

আগরতলা, ৩ মে ।। আগামীকাল মঙ্গলবার ৪ মে, স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গনে দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হতে চলছে কোভিড-১৯ টিকাকরণ শিবির। এই শিবিরে সকল সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং নিকট আত্মীয়দের কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হবে। টিকা নিতে ইচ্ছুক সকলকে আগামীকাল ৪ মে সকাল ১০টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। টিকাকরণ শিবির শুরু হবে সকাল ১০টায়। চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

করোনা নিয়ে জনসচেতনতা তৈরী করতে বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় রাজ্যবাসীকে সচেতন করতে আজ বিকেলে রাজ্যের বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় দপ্তরের অধিকর্তা, অন্যান্য আধিকারিকগণ, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ও বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে হেডলাইনস ত্রিপুরার এডিটর প্রণব সরকার, নিউজ ভেনগার্ডের এডিটর সেবক ভ-াচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় করোনা নিয়ে জনসচেতনতার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণও এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যম, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে করোনা অতিমারি মোকাবিলায় জনসচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৮,৯১৪ জন, ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ২,০৭৩

ভুবনেশ্বর, ৩ মে (হি.স.): ওড়িশায় ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৯১৪ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ৫ জনের প্রাণ। ফলে ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-৪,৭১,৫৩৬ এবং ২,০৭৩।

সোমবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৮,৯১৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭১,৫৩৬। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭১,৮৩৫ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,৯৭,৫৭৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২,০৭৩-এ পৌঁছেছে।

কোভিডে সংক্রমিত ৪,২১৩ জন, পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৯.১৬ শতাংশ

ইসলামাবাদ, ৩ মে (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ১০০-র নীচে নেমেছে। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,২১৩ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭৯ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৮,১৪৯ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৪৬ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭ লক্ষ ২৮ হাজার ০৪৪ জন।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪, ২১৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৯ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৩৪,১৪৬। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৭,৯৫৩। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৭, ২৮,০৪৪ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৯.১৬ শতাংশ।

ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সোমবার রাজ্য সরকারের কাছে হিংসা সম্পর্কিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এমনটাই জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের থেকে ভোট পরবর্তী হিংসা সম্পর্কিত ঘটনাবলির রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। গত ২ মে অর্থাৎ রবিবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। বিপুল ক্ষমতা নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য সরকার গড়তে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। উঠেছে খুনের অভিযোগও। এ সব নিয়েই এ বার রিপোর্ট তলব করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ইস্তফা দিলেন পিনারাই বিজয়ন, ফের শপথ নেওয়া সময়ের অপেক্ষা

তিরুবনন্তপুরম, ৩ মে (হি.স.): কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন পিনারাই বিজয়ন। জয়ের একদিন পর, সোমবার সকালে তিরুবনন্তপুরমে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন পিনারাই। রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করার পর, রাজ্যপালের কাছে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন পিনারাই। একইসঙ্গে পুনরায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পিনারাই বিজয়ন। ১৪০ আসনের কেরলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ছিল ৭১টি আসন। কেরলে সহজেই প্রত্যাবর্তন করেছে এলডিএফ।

কল্যাণপুরে

● প্রথম পাতার পর

একাকিত্বের সুযোগে তাকে ঝাপটে ধরে শ্লীলতাহানি করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে তাৎক্ষনাৎ অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। এই ঘটনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার জয়া ভট্টাচার্য্য অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে আশ্বস্থ করেন। এই ঘটনায় গোটা কল্যানপুর জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

চার মাসের মধ্যেই নাবালিকা জীবনে নেমে আসে চরম পরিণতি। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে মোবাইল ফোন নিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঝামেলা হয়। এর জের ধরে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাবালিকা গৃহবধূ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। নাবালিকা গৃহবধূর আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

যাবে না বলে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাতে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আন্দোলনকারীরা জানান হাইকোর্টের অনুমতিক্রমেই তারা অবস্থান আন্দোলনে সামিল হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাড়াতাড়ি করেন সুপ্রিমকোর্ট রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট ভাবে বলেছে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ করার জন্য। কিন্তু রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ মানেনি। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে চাকরির জন্য সাধারণ চাকুরী প্রার্থীদের সঙ্গে চাকরিচ্যুত চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউতে বসার কথা বলা হয় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং সরাসরি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে চাকুরী শিক্ষকদের নিয়োগের দাবিতে তারা আন্দোলনে সামিল হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন করোনা পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে সোমবার তাদেরকে আন্দোলন করতে দেয়নি।আন্দোলনকারীরা অবশ্য তাদের দাবি তুলে ধরে প্রশাসনের কথায় মান্যতা দিয়ে সেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যান। তারা অবশ্য জানিয়েছেন অদূর ভবিষ্যতেই তারা আন্দোলনে সামিল হবেন।১০৩২৩ টিচাররা আজ সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী গ্রুপ সি গ্রুপ ডি তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে তার দাবি নিয়ে গান্ধী মূর্তির সামনে ধরনাতে বসার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে বস্তে বাধা দিল যেহেতু কোভিদ চলছে তাই।

সুপ্রিম কোর্টের

● প্রথম পাতার পর

জরুরি প্রয়োজন পড়লে অক্সিজেনের মজুত ভান্ডার থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে অক্সিজেন সরবরাহ করা যায়। করোনা ও অক্সিজেনের ঘাটতির জন্য দিল্লির একাধিক হাসপাতালের আবেদনের শুনানির পরে ৬৪ পাতার একটি রায়ে বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি এলএন রাও ও বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভট্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। রায় ঘোষণার সময় বিচারপতিরা বলেন, "অনেক হয়েছে। যতটা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার থেকে বেশি কেন্দ্রকে দিতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু বরাদ্দ অনুযায়ী দিতে হবে। যদি সোমবার মধ্যরাতের মধ্যে অক্সিজেন না দেওয়া হয়, তা হলে আমরা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।"তবে শুধু অক্সিজেনই নয়, করোনার টিকার দাম নিয়েও কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রসঙ্গে বিচারপতিরা বলেন, "গরীব বা প্রান্তিক মানুষরা হাসপাতালে গিয়ে টিকার জন্য ৬০০ টাকা দিতে পারবে না। আপনাদের দাম ভেবে দেখা উচিৎ।" সেই সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় নীতি তৈরি করার জন্যও কেন্দ্রকে দু'সপ্তাহ সময় বেঁধে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ প্রমাণ করছে, করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রের যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল সেটা তারা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে শীর্ষ আদালতের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ মেনে কেন্দ্র সোমবার মধ্যরাতের মধ্যে দিল্লির হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের জোগান স্বাভাবিক করবে এটা ধরে নেওয়া যায়।তবে এর পরেও যদি সেটা কোনও ভাবে সম্ভব হয়ে না ওঠে তবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালত কী ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার। তবে অক্সিজেনের জোগান স্বাভাবিক না হলে দিল্লির হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগীরা আরও বিপন্ন হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

. ব্যাপক ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফেস ব্যবস্থা মুখ থুবরে পড়ে কৃষকদের মাথায় হাত। এ বিষয়ে কৃষকরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

তাদের অভিযোগ একমাত্র বিদ্যুৎ না থাকার কারণেই কৃষকরা কৃষি জমিতে সেচের মাধ্যমে জল দিতে পারছেন না। কৃষিপ্রধান ওই এলাকার মানুষজন রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন। কৃষকদর এই দুদুর্দশা খবর পেয়ে সোমবার গোমতী জেলার জিলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী সহ কৃষি দপ্তরের অধিকারিকরা কুশামারা এলাকায় ছুটে যান। এদিকে এলাকার কৃষকরাও খবর পেয়ে ছুটে যান কৃষি জমিতে। কৃষক সহিদ মিয়া, পেরা মিয়া সহ অন্যান্য কৃষকরা মিলে বিদ্যুৎ দপ্তর এর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের বক্তব্য এই জমিতে ধান চাষ করে প্রত্যেকে জীবন ধারন করে আসছেন। এবছর সরকারের সহযোগিতায় হাইব্রিড ধান লাগিয়েছেন। প্রচুর ধান জমিতে হওয়া সত্বেও বিদ্যুতের অভাবে জমিতে জল দিতে পারছে না। জলও আছে অথচ বিদ্যুৎ না থাকার ফলে জমিতে জল দিতে পারছে না। এলাকার কৃষকরা এ বিষয়ে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের উর্দতন কতৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হবে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতির স্বপন অধিকারী।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

নেই। নেই চিকিৎসকও। ফলে মৃত্যুর মিছিল জারি। এই পরিস্থিতিতে আরও এক সিদ্ধান্ত নিল মোদী সরকার। সোমবার ঘোষণা করা হল, এমবিবিএস পাশ করার পর হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ করেন সদ্য হওয়া চিকিৎসকরা। এই ইন্টার্নরাই এবার কোভিড চিকিৎসা করবেন। মোদী সরকার জানিয়েছেন, এঁদের মূলত কোভিড ম্যানেজমেন্টের কাজে লাগানো হবে। আর এমবিবিএস—এর ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়ারা অনলাইনে কোভিড রোগীদের পরামর্শ দেবেন। উপসর্গ কম রয়েছে এমন রোগীদের সিনিয়র ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করবেন।

পাশাপাশি নার্সিংয়ে যাঁরা বিএসসি পাশ করেছেন বা যাঁদের জিএনএম (জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফ) ডিগ্রি রয়েছে, তাঁদেরও কোভিড চিকিৎসায় নিয়োগ করা হবে। যেসব চিকিৎসক ১০০ দিন কোভিড রোগীদের চিকিৎসা করবেন, তাঁদের কোভিড ন্যাশনাল সার্ভিস সম্মান দেবে কেন্দ্র। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারও দেওয়া হবে বলে এদিন জানাল মোদী সরকার।

ছোট ভোট

● প্রথম পাতার পর

এন্টালি কেন্দ্রে ভারতীয় ন্যায় অধিকার রক্ষা পার্টির স্বর্ণলেখা সরকারের জন্য ভোটযন্ত্রে সঠিক বোতাম টিপেছেন মাত্র ১৩২ (০.০৮%) জন। ওই কেন্দ্রে বিএসপি, ডব্লুবিএসপি এবং রাষ্ট্রীয় মজদুর সেকুলার পার্টির প্রার্থীরা পেয়েছেন যথাক্রমে ৮২৭, ৭৯৮ ও ৪ হাজার ৩৫৪ ভোট। শতাংশের হিসাবে যথাক্রমে ০.৫৩%, ০.৫১%, ২.৭৮%।

দমদমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর প্রাপ্ত ভোট যথাক্রমে ৮৭ হাজার ৯৯৯ ও ৬১ হাজার ২৬৮। সেখানে বিএসপি এবং ভারতীয় ন্যায় অধিকার রক্ষা পার্টির দুই প্রার্থী পেয়েছেন যথাক্রমে ৯৮০ ও ৭৩৯ ভোট।

এসইউসি একসময় যথেষ্ঠ পরিচিত দল হলেও এখন দলের নাম বদলে হয়েছে এসইউসিআই (সি)। দলের গুরুত্ব এসে ঠেকেছে তলানিতে। নিজেদের প্রকৃত বামপন্থী বলে দাবি করেন। বোলপুরে তাদের প্রার্থী সমরজিৎ বর্মণ পেয়েছেন ৬৭৮ ভোট (০.২৯%)।ডায়মন্ড হারবারে মনোরঞ্জন হালদার ৪৬৯ (০.২১%)। আউসগ্রামে ১৯৭২ ভোট, বালি-তে ৪৪২ ভোট, আমতায় ১, ১৩৯ ভোট। যাদবপুরের মতই কসবা পুরোদস্তুর দক্ষিণ কলকাতায় হলেও নির্বাচনী মানচিত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত। কসবায় জয়ী প্রার্থী যেখানে পেয়েছেন ১ লক্ষ ২০ হাজার ৯৫৭ ভোট, সেখানে এসইউসিআই (সি) প্রার্থীর ঝুলিতে পড়েছে ৬৭৩ (০.৩%) ভোট।

এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য এই প্রতিবেদককে বলেন, "২০২১-এ আমরা ১৯৪টি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিলাম। সম্ভবত সর্বত্র জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে। এতটা খারাপ কোনওবার হয় না। তবে, এবারের ভোটে পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। আমরা বৈঠকে বসে পর্যালোচনা করব।"

এবারের মত বড় বিধানসভা নির্বাচন এ রাজ্যে আগে হয়নি। সভা-সমাবেশ, প্রচার, খরচ, রাজনৈতিক উত্তেজনা সব কিছুই নিয়মিত খবর হয়েছে। কিন্তু এর আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে ছোট ছোট দলের অনামী প্রার্থীদের ভোটের খবর।

সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে ভেস্তে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম লিভারপুল ডার্বি !

অগ্নিগর্ভ ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে ভেস্তে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম লিভারপুল ডার্বি !রবিবার ম্যাঞ্চেস্টারের স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটেয় শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, দুপুর একটা নাগাদ ক্লাবের মালিক গ্লেজার পরিবারের অপসারণের দাবিতে ব্যানার ও আতসবাজি নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েন ম্যান ইউয়ের শ’দুয়েক ক্ষুব্ধ সমর্থক। কেউ কেউ ফুটবল খেলাও শুরু করে দেন! সমর্থকদের পুলিশ মাঠ থেকে বার করে দেওয়ার পরে তাঁরা টিম হোটেলের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে স্থগিত করে দেওয়া হয় ম্যাচ। বিদ্রোহী লিগে যোগ দেওয়া নিয়ে গ্লেজার পরিবারের বিরুদ্ধে ম্যান ইউ সমর্থকদের ক্ষোভ নতুন নয়। তাঁদের প্রবল চাপেই বিদ্রোহী লিগ থেকে ম্যান ইউ নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। তা সত্ত্বেও সপ্তাহখানেক আগে দলের অনুশীলন চলাকালীন ক্যারিংটন গ্রাউন্ডে ঢুকে গ্লেজার পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন জনা কুড়ি সমর্থক। এ বার ম্যাচই ভেস্তে দিলেন তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় সমর্থকদের। এই ঘটনার পরে ম্যান ইউয়ের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়, “পুলিশ, প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ, ক্লাব এবং ওল্ড ট্র্যাফোর্ড কাউন্সিল আলোচনা করে নিরাপত্তার কারণে লিভারপুলের বিরুদ্ধে ম্যাচ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন সূচি চূড়ান্ত করা নিয়ে বৈঠক চলছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কখনওই সমর্থকদের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের বিরুদ্ধে নয়। পুলিশকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশে থাকার জন্য। তদন্তের ক্ষেত্রে ওদের আমরাও সাহায্য করব।” ম্যান ইউ-লিভারপুল ডার্বি ভেস্তে যাওয়ায় সব চেয়ে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-র সমর্থকেরা। কারণ, ওয়ে গুন্নার সোলসারের দল হারলে রবিবারই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত ম্যান সিটি ।ম্যাঞ্চেস্টারে বিক্ষোভের দিনে স্বস্তি আর্সেনাল শিবিরে। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ইউরোপা লিগ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচের আগে জয়ের সরণিতে প্রত্যাবর্তন ঘটল মিকেল আর্তেতার দলের। রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ হারাল আর্সেনাল। ম্যাচের পাঁচ মিনিটে মধ্যেই আর্সেনালকে ১-০ এগিয়ে দেন মহম্মদ এলনেনি। ৬৬ মিনিটে ২-০ করেন পিয়ের এমরিক আবুমেয়ং। সংযুক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখেন নিউক্যাসলের ফাবিয়ান শার। এই জয়ের ফলে ৩৪ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ইপিএল টেবলে নবম স্থানে রয়েছে আর্সেনাল।

কোভিড মোকাবিলায় অভিনব উদ্যোগ নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর

নয়াদিল্লি।। ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতিতেও কোটি কোটি টাকা খরচ করে আইপিএল চলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সমালোচকরা। তবে খেলার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই দেশের কঠিন সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন একাধিক ক্রিকেটার। কেকেআরের প্যাট কামিন্সের অনুদান দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই অভিযান। তারপর একে একে রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটাররা কোভিড আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ৩০টি অক্সিজেন কনসেন্টেটর দান করেছেন ক্রিকেটার অজিঙ্ক রাহানেও।

আর এবার কোভিড মোকাবিলায় অভিনব উদ্যোগ নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। গত মার্চ থেকে নতুন করে দেশজুড়ে বেড়েছে করোনা সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই দৈনিক সংক্রমণ ছাড়িয়েছে ৪ লক্ষের গণ্ডি। পাল্লা দিয়ে উর্ধ্বমুখী অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা। এরই মধ্যে চিন্তা বাড়াচ্ছে অক্সিজেন আর ওষুধের অভাব। হাসপাতালে বেড পেতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এমন পরিস্থিতিতে এবার করোনা মোকাবিলায় বিশেষ পদক্ষেপ বিরাট কোহলির আরসিবির। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য অক্সিজেন পৌঁছে দিতে অর্থ জোগাড়ের প্রয়াসে নামল আরসিবি। একইসঙ্গে কোভিড যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে বিশেষ নীল রঙের জার্সি গায়ে চাপালেন কোহলিরা। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আরসিবি জানিয়েছে, “আগামী কোনও একটি ম্যাচে বিশেষ নীল রঙের জার্সি গায়ে খেলবে দল। এর মধ্যে দিয়েই ফ্রন্টলাইন করোনা যোদ্ধাদের সম্মান ও পাশে থাকার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। ঞ্চঞ্চক্ক কিট পরে যাঁরা দিনরাত এক করে অতিমারীতে লড়ছেন, তাঁদের সম্মান জানাতেই এই প্রয়াস।”এবার প্রশ্ন হল, এর মাধ্যমে কীভাবে করোনা মোকাবিলার জন্য অর্থ যোগান করবে আইপিএলের তিনবারের রানার্স আপরা? এই জার্সিগুলিতেই সব ক্রিকেটারের সই থাকবে। যেগুলি নিলামে তোলা হবে। তার থেকে প্রাপ্ত অর্থই চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও অক্সিজেন কেনার জন্য ব্যবহার করা হবে। এর আগে কোভিড পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন কোহলি। করোনাবিধি মেনে চলার পরামর্শও দিয়েছিলেন। এবার টাকা তুলতে নতুন রূপে ধরা দিতে চলেছে ব্যাঙ্গালোর।

প্যাট কামিন্স, ব্রেট লি-র পর এ বার কোহলীর দেশকে সাহায্য অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডেরও

ভারতে কোভিডের জন্য অর্থ সাহায্য করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেটাররা। এ বার সাহায্য করতে এগিয়ে এল সে দেশের বোর্ডও। রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে ভারতকে ৫০ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ৩৭ লক্ষ টাকা) অর্থ সাহায্য করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য অক্সিজেন কিনতে এই অর্থ ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি, কোভিড পরীক্ষার কিটও কিনতে পারা যাবে ।বিরাট কোহলীর সঙ্গে একাধিক অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের সুসম্পর্ক রয়েছে। সেই বন্ধুত্বের ছবি এ বার দেখা গেল কঠিন পরিস্থিতিতেও। অস্ট্রেলিয়া করোনা অনেকটাই সামলে নিলেও ভারত রীতিমতো বিপর্যস্ত ।শুধু ভারত নয়, অন্যান্য দেশেরও কোভিড সাহায্যে এগিয়ে এসেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বোর্ডের কর্তা নিক হকলি বলেছেন, ”অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মধ্যে একটি বিশেষ বন্ধন রয়েছে। ক্রিকেট হল তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গত সপ্তাহে প্যাট কামিন্স এবং ব্রেট লি যে ভাবে ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তা দেখে আমরা মুগ্ধ। তাই ইউনিসেফের মতো সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পেরে আমরা গর্বিত।”হকলি আরও জানান, ইউনিসেফ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে ভারতে অক্সিজেনের জোগান বাড়াতে এবং প্রতিষেধকের জোগান দিতে অর্থ সাহায্য করা হবে।

আইপিএলে আজ স্থগিত নাইটদের আরসিবি ম্যাচ

আবারও করোনা ভাইরাস থাবা বসাল কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। প্রভাব এতটাই যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে নাইটদের আজকের ম্যাচ স্থগিত করে দেওয়া হল। এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত কেকেআরের একাধিক সদস্যকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। কবে হবে এই ম্যাচ, তা পরে জানানো হবে।

পাঞ্জাবকে ৭ উইকেটে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে দিল্লি

ক্রিস গেইলদের পাঞ্জাব কিংসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে আইপিএল ১৪তম আসরে আবারও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে গেল দিল্লি ক্যাপিটালস। এই জয়ে ৮ ম্যাচে ছয় জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে দিল্লি। এক ম্যাচ কম খেলে ১০ পয়েন্ট করে নিয়ে দুই ও তিন নম্বরে চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ।রোববার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দিল্লির বিপক্ষে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩৫ রানে ক্রিস গেইলসহ দুই ওপেনারের উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় পাঞ্জাব ।এরপর একাই লড়াই করেন লোকেশ রাহুলের অসুস্থতায় অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া মায়াঙ্ক আগারওয়াল। তার ৫৮ বলের ৮টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো ৯৯ রানের ইনিংসে ভর করে ৬ উইকেটে ১৬৬ রান করে পাঞ্জাব। এছাড়া ২৬ রান করেন ডেভিড মালান ।টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৬.১ ওভারে ৬৩ রানের জুটি গড়ে ফেরেন পৃথ্বি শ (৩৯)। দলীয় ১১১ রানে ২২ বলে ২৫ রান করে আউট হন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ।

মাত্র ১৪ রান করে ফেরেন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ ।পাঁচ নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামা সিমরন হিতমারকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন ওপেনার শিখর ধাওয়ান। দলের জয়ে ৪৭ বলে ৬টি চার ও দুই ছক্কায় অপরাজিত ৬৯ রান করেন ধাওয়ান।

ব্যাটিং-আতঙ্কে নাইটরা

আট দলের মধ্যে সাত নম্বরে পড়ে থাকা। সাত ম্যাচে মাত্র দু’টি জয়, সাকুল্যে সংগ্রহ চার পয়েন্ট। প্লে-অফের দৌড়ে বাজিগরের দলের উপরে বাজি ধরার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বয়ং অধিনায়কের দুঃস্বপ্নের টুর্নামেন্ট অব্যাহত। ব্যাটে তো রান পাচ্ছেনই না, ভুলে ভরা নেতৃত্ব প্রশ্নের মুখে পড়েছে। নাইটদের রিজার্ভ বেঞ্চে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সফল টিম সেইফার্ট ও বেন কাটিং আছেন। কিন্তু অধিনায়ককে বসানোর সিদ্ধান্ত কে নেবে !এই অবস্থায় আজ, সোমবার, বিরাট কোহালির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স। যারা এই মুহূর্তে এক নয়, একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। সব চেয়ে বড় চিন্তা শুরুর দিকের ব্যাটিং। শুভমন গিল এবং নীতীশ রানা পাওয়ার প্লে-র ফিল্ডিং বিধিনিষেধের সুবিধা নিতে ব্যর্থ। তাঁদের স্ট্রাইক রেট ১২০-রও নীচে। ওপেনারেরা মন্থর ব্যাটিং করায় চাপ বাড়ছে মাঝের দিকের ব্যাটসম্যানদের উপরে। হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ওপেনারদের এই ব্যাটিংয়ের সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। কড়া কথা শুনিয়েছেন যে, “ব্যাটিং ভঙ্গি যদি পাল্টানো না যায়, তা হলে ব্যাটসম্যানকেই পাল্টাতে হবে।” অর্থাৎ, বদলের ইঙ্গিত। তা হলে কি শুভমনকে বসানো হবে? ও দিকে নাইটদের ব্যাটিং পরামর্শদাতা ডেভিড হাসি আবার শুভমনের প্রশংসা করে বসে আছেন ।অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ওপেনার হিসেবে প্রশংসিত হওয়ার মতো খেলেছিলেন শুভমন। কিন্তু চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত সাতটি ম্যাচে ১৩২ রান করতে পেরেছেন। গড় মাত্র ১৮.৮৫। স্ট্রাইক রেটও বেশ কম, ১১৭.৮৫। যথেষ্ট স্ট্রোক দেখা যাচ্ছে না তাঁর হাতে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মারতে পেরেছেন মাত্র ১৪টি বাউন্ডারি এবং পাঁচটি ছক্কা। সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে কেভিন পিটারসেন বিতর্ক উস্কে দিয়ে বলেছেন, “শুভমন গিল খুব ভাল ব্যাটসম্যান। আমার ওকে খুব ভাল লাগে। কিন্তু ক্রিজে ওকে আর একটু সক্রিয় হতে হবে। ওকে দেখে খুবই অলস মনে হচ্ছে।” ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা ব্যাটসম্যান ধারাভাষ্যের ফাঁকে আরও বলেছেন, “ওর কয়েকটি আউট খুবই খারাপ ধরনের। মনে হচ্ছে যেন খেলার গতির সঙ্গে ও তাল মেলাতে পারছে না। বড্ড অলস দেখাচ্ছে ওকে। পায়ের কাছের বলগুলোকে তো বাউন্ডারিতে পাঠাতে হবে। সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে।”মর্গ্যানরা কেন সুনীল নারাইনকে পিঞ্চহিটার হিসেবে ব্যবহার করছেন না, সেটাই আশ্চর্যের। তাঁকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যানের মতো চার নম্বরে নামানো হচ্ছে। অথচ আইপিএলে দ্রুততম অর্ধশতরানের তালিকায় প্রথম দশের মধ্যে নারাইনের দু’টি ইনিংস রয়েছে। তাই তাঁকে শুরুতে নামিয়ে ফাটকা খেলার পক্ষপাতী অনেকে। নারাইনের দুর্বলতা দ্রুতগতিতে শরীরের দিকে আসা বোলিংয়ে। আরসিবির হাতে কোনও কাগিসো রাবাডা বা যশপ্রীত বুমরা নেই, তাই নারাইনকে উপরে তোলা যেতেই পারে। সুনীল গাওস্কর যাঁর নামের অনুকরণেই নারাইনের বাবা ছেলের নামকরণ করেছিলেন, তিনিও একাধিক বার বলেছেন, নারাইনকে ওপেনে পাঠানো উচিত। একই সঙ্গে আন্দ্রে রাসেলকে কী ভাবে আরও বেশি বল খেলতে দেওয়া যায়, সেটাও ভাবতে হবে মর্গ্যানদের। সবাই জানে, রাসেল ক্রিজে এসে থিতু হতে কিছুটা সময় নেন। তার পরে তিনি টপ গিয়ারে ওঠেন। তবু রাসেলকে দেরি করে কেন নামানো হচ্ছে? ছয় বা সাত নম্বরে নামায় তিনি বেশি বল খেলতে পারছেন না, সতীর্থের অভাবেও ভুগছেন।

রোনাল্ডো ম্যাজিকে দুরন্ত জয়

মিলান: মাচের শেষ সাত মিনিটে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জোড়া গোল। তাতেই বাজিমাত জুভেন্তাসের। ম্যাচের ৮৩ মিনিট পর্যন্ত পিছিয় ছিল আন্দ্রে পিরলোর দল। কিন্তু ছ” মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে দলকে জেতালেন সিআর সেভেন। এর ফলে সিরি-এ লিগে উদিনেসকে ২-১ হারাল জুভেন্তাস ।রবিবার জুভেন্তাস জয় পেলে খেতাব হাতছাড়া হয়েছে পিরলোর দলের। কারণ রবিবার খেতাব জিতে নিয়েছে ইন্টার মিলান। শনিবার ক্রোতনে-কে ২-০ গোলে হারাতেই কার্যত চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল ইন্টার। অপেক্ষা ছিল রবিবার আটালান্টা-সাসৌলো ম্যাচের। ওই ম্যাচে কোনওভাবে আটালান্টা পয়েন্ট খোয়ালেই খেতাব নিশ্চিত ছিল ইন্টার মিলানের। অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয়নি। সাসৌলোর বিরুদ্ধে আটালান্টা আটকে যেতেই ১১ বছর বাদে সিরি-এ খেতাব জিতল ইন্টার মিলান। খেতাব হাতছাড়া হলেও শেষ চারে লিগ শেষ করায় লক্ষ্য জুভেন্তাসের ।গত জানুয়ারিতে উদিনেসের বিরুদ্ধে লিগে প্রথম সাক্ষাতেও জোড়া গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। এছড়া ফেডেরিকো চিয়েসা ও পাওলো দিবালার গোলে ৪-১ ব্যবধানে জিতেছিল জুভেন্তাস। সাম্প্রতিক সময়ের গোল না-পারায় সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পর্তুগিজ তারকা। কিন্তু রবিবার কোণঠাসা হয়ে পড়া দলকে জোড়া গোল করে দারুণ জয় এনে দিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন রোনাল্ডো ।লিগে শেষ চার ম্যাচে জুভেন্তাসের এটি দ্বিতীয় জয়। আগের তিন রাউন্ডে আটলান্টার বিরুদ্ধে হার ও ফিওরেন্তিনার বিরুদ্ধে ড্র-এর মাঝে পার্মার বিরুদ্ধে জিতেছিলেন রোনাল্ডোরা। এদিন ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় জুভেন্তাস। ১০ মিনিটেই আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডার মোলিনার গোলে এগিয়ে যায় উদিনেস। ম্যাচের ৮৩ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল পিরলোর দল। কিন্তু ম্যাচে শেষ ছ” মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে দলকে জেতান রোনাল্ডো ।৮৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতা আনেন সিআর সেভেন। এর ঠিক ছ” মিনিট পর অর্থাত৮৯ মিনিটে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন রোনাল্ডো। তাঁর জোড়া গোলে উদিনেসকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। এ নিয়ে সিরি-এ লিগে ২৭টি গোল করে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। ৬টি গোল কম করে তালিকার দু” নম্বরে ইন্টার মিলানের রোমেলু লুকাকু ।লাল-নীল-গেরুয়া...! ”রঙ” ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ”খাচ্ছে”? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ”সংবাদ”! ”ব্রেকিং” আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ”রঙ” লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ”ফেক” তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ”ফ্রি” নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE/DWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD **having experience in similar nature of work, up to 3.00 P.M. on 10/05/2021** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 27/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 25,75,898.00	Rs. 25,759.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 28/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 36,06,246.00	Rs. 36,062.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 29/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 41,21,425.00	Rs. 41,214.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 30/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 64,02,255.00	Rs. 64,023.00	120 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 31/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 56,02,017.00	Rs. 56,020.00	120 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 32/EE/DWS/DMN/2021-22	Rs. 48,01,763.00	Rs. 48,018.00	120 days	Appropriate Class

☞ **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding :** 10/05/2021 up to 15.00 Hrs
☞ **Date and Time for Opening of BID :** 10/05/2021 at 16.00 Hrs
☞ Document Downloading and Bidding at Application : ***https://tripuratenders.gov.in***
☛ Bid Fee **Rs. 2,500.00 for SL No. — 4 & 5 and Rs. 1,000.00 for SL No. —1, 2, 3 & 6 (non refundable).**

All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer,
DWS Division Dharmangar
North Tripura.

ICA-C-283/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from bonafide Fish spawn producer (Individual /Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Tripura having fish hatchery for supplying of good quality mixed variety of Carp Fish spawn (Catla 30%, Rohu 40% & Mrigal 30%) in different ADC Villages of Karbook & Silachari R.D.Block area under Karbook Sub-Division, Gomati, Tripura, during the year 2020-21. The last date of submission the tender on **15/05/2021 up to 3.00 P.M.** The interested tenderer may contact with the In-Charge Development section of this office w.e.f **01/05/21 to 13/05/2021** up to 4.00PM during the office hours of any working days for collection of tender form and detail terms and condition.

J. L. Saha
Superintendant of Fisheries,
Karbook, Gomati, Tripura.

ICA-C-319/2021-22

PNIT NO: e-PT-III/EE/RDIABS/2021-22 DATED-27/04/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District. Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **3.00 P.M. on 10/05/2021** for Emergency Civil and Electrical work releted to COVID-19 Pandemic situation and 01(one) no. Brick Soling (2nd Call) under the jurisdiction of RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth and also requested to use mask on face and to keep maintain social distance to avoid COVID-19 pandemic.

[Er. S. Biswas]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA-C-323/2021-22

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES TENDERS IN SEALED COVER FROM BONAFIEDS FIRMS/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF GENERAL & FORMS STATIONARY STORE ARTICLES FOR USE OF THE SEPAHIJALA DISTRICT POLICE DEPT. FOR THE YEAR OF 2021-2022.
THE LAST DATE OF SUBMISSION OF TENDER/QUOTATIONS ON **17TH MAY 2021 UP TO 03 PM** AND THE TENDER/ QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT **1600 HRS** IN THE PRESENCE OF TENDERERS OR HIS/HER AUTHORISED REPRESENTATIVES.
THE INTERESTED TENDERER, MAY CONTACT WITH THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE, (DIST. STORE), SEPAHIJALA DISTRICT, BISHRAMGANJ,TRIPURA ON OR BEFORE **15TH MAY 2021** ON ANY WORKING DAYS **FROM 11 AM TO 05 PM** FOR COLLECTION OF TENDER FORMS AND DETAIL TERMS & CONDITIONS.

SUPERINTENDENT OF POLICE
SEPAHIJALA DIST.TRIPURA.

ICA-C-337/2021-22

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Hon'ble Governor of Tripura invites sealed covered annual tender notice from the bonafide resourceful and registered suppliers/firms for supplying of MT spare parts, retreading of tyres and other job works for the vehicles under the disposal of the SP Dhalai in MT. Section, Jawaharnagar for the year 2021-22.
The tender (s) /quotation (s) will be received in the office of the undersigned W.E.F 03/05/2021 to 24/05/21 on any working days during working hours. And the tender(s) /Quotation(s) will be opened on 25/05/21at 1630 hrs. in presence of tenderer (s) or their representative, if possible.
The list of MT. spare parts /job works in details and terms & conditions are available and may be collected from the MT. Section or office of the undersigned on any working day during the office hours.
The undersigned reserves the right to reject any Tender/ Quotation either in whole or part including the lowest rate without assigning any reason.
Detailed of the tender notice and terms & condition may also be seen at Tripura Police Website. **dhalai.tripurapolice.gov.in**

Superintendent of Police
Dhalai District, Tripura

ICA-C-329/2021-22

NOTICE INVITING SHORT OUOTATION

Sealed quotation is hereby invited on behalf of Government of Tripura from the intending bonatied and resourceful vehicle owners for transportation of seedlings to various Grain Panchayet (GP)/ Village Council (VC) for distribution of seedlings for observance of Chief Minister's Swanirbhar Pariwar Yojna (CMSPY) during 2021-22 The number of seedlings to be transported in different RD Blocks. Sealed quotation will be received in the office of the SDFO, Mandwi from 01.05.2021 to 15.05.2021 upto 04.00 PM & will he opened on the same day i.e on 15.05.2021 at 04.30 PM if possible, otherwise on the next working day at 11.30 AM. The bidder / his authorized representative may also remain present during the time of opening of the bids.

Sl. No.	Name of work/ Particulars	Seedlings to be transported (Nos)	Rate per seedling & per KM (including loading & unloading) (in Rs.)
1	2	3	4
1.	Supply of poly bag seedlings for observance of Chief Minister's Swanirbhar Pariwar Yojna (CMSPY) at different GP/VC of Belbari/ Mandwi/ Jirania/ Old Agartala RD Block under Mandwi Forest Sub-Division	1,00,000 Nos.	

The details terms & conditions to be collected from office of the undersigned from any working days w.e.f. It May, 2021 to 15th May, 2021 or may be seen from the website at forest.tripura.gov.in

[K. Debbarma, TFS]
Sub-Divisional Forest Officer
Mandwi Forest Sub-Division

ICA-C-341/2021-22

আগরতলায় এসএসএ এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ পর্যটন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ধলাই জেলার আমবাসা ইকোপার্কে নবনির্মিত 'লগ হাট' এর উদ্বোধন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন এবং ফলক উন্মোচন করে 'লগ হাট'-র উদ্বোধন করেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। ইকো পার্কের ৩টি 'লগ হাট' এর মধ্যে ২নং 'লগ হাট' এর ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন বন দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আমবাসায় 'লগ হাট' এর উদ্বোধনের ফলে পর্যটন ক্ষেত্রে এক নতুন পালক যুক্ত হল। আমবাসা ইকোপার্কে পর্যটন উন্নয়ন নিগম এবং বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বাইরে থেকে যে সকল পর্যটক আসবেন তাদের থাকার ব্যবস্থার উদ্যোগ আজ থেকে শুরু হল। তিনি বলেন, করোনা মহামারী শুরু হওয়ার আগে প্রথমে 'লগ হাট' শুরু করা হয় তেপানিয়া ইকোপার্কে। তিনি বলেন, সেখানে প্রাক'তিক পরিবেশ অনেক মনোরম। বাইরের পর্যটক আগাম বুকিং করে সেখানে আসেন। এর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বড়মুড়াতেও লগ হাট চালু করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পর্যটন মন্ত্রী শ্রীসিংহ রায় বলেন, আমাদের রাজ্যে করোনা সংক্রমণের ঘটনা প্রতিদিন বাড়ছে। তিনি করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন। রাজ্য সরকার করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষকে রক্ষা করতে সরকার বদ্ধপরিকর। করোনাকালীন সময়ে ক'ষি কাজ যাতে কোনভাবে ব্যহত না হয় এজন্য সরকার ক'ষি ও ক'ষকের উন্নয়নে বিশেষ লক্ষ্যনিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, ডুম্বর জলাশয়ের নারকেল কু' পর্যটন শিল্পের বিকাশে প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩ টি 'লগ হাট' তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে ওয়াটার বোট চালু করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকারের উদ্যোগগুলি তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাভেল হেমেন্দ্র কুমার স্বাগত বক্তব্যে জানান, পর্যটন দপ্তরের অর্থে আমবাসা ইকোপার্কে ৩টি 'লগ হাট' তৈরী করতে ৬২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডি এফ ও অমিত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা গোভেকর ময়ূর রতিলাল, ক'ষি অধিকর্তা ড. ডি পি সরকার প্রমুখ।

কাঞ্চনপুরে খাস জমি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে জমি জবর দখল মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে ডিমারকেশন এর কাজ হাতে নেওয়া হয়।কাঞ্চনপুরে স্বাস্থ্য দপ্তরের জায়গা স্বস্তি সমবায় সমিতির আওতায় নিয়ে দখল করেন এক ব্যক্তি। অভিযোগ মহকুমা হাসপাতাল আধিকারিকের। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় সরকারি মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য দপ্তরের ৩৫৬৮ দাগ নম্বর এর জায়গা দীর্ঘ বছর আগে বামেদের জামানায় প্রভাব কাটিয়ে স্বস্তি সমবায় সমিতির আওতায় নিয়ে দখল করে বসেন দিনেশ নাথ নামে এক ব্যক্তি। দীর্ঘ অনেক বছর পর কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের এসডিএমও হাসপাতালের জায়গা চেয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের নিকট লিখিত অভিযোগ করেন।গত ২৮ শে জানুয়ারি ২০২১ তারিখে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে ৩৫৬৮ দাগ নম্বরের জায়গার উপর নোটিশ জারি করা হয়। শনিবার ১ লা মে ২০২১ তারিখে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে ৩৫৬৮ নং জমির উপর কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের তৎপরতায় ডিসিএম প্রণয় দাস দুজন তহশিলদারকে নিয়ে ডিমারকেশন করেন। এখন দেখার বিষয় মহকুমা শাসক হাসপাতালের ১৬ শতক জায়গা ফিরিয়ে দিতে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। ভ্রাম্যমাণ গো প্রজনন কেন্দ্রের কর্মীরা প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তার কাছে বার দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।ভ্রাম্যমান গো প্রজনন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত। তারা দীর্ঘ বঞ্চনার শিকার। ভ্রাম্যমাণ প্রজনন কেন্দ্রের কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সোমবার তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবিগুলির প্রতি অধিকর্তা সহমত পোষন করেছেন বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান।

কিছুদিনের মধ্যেই এসব দাবি পূরণ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। ভ্রাম্যমাণ গো প্রজনন কর্মীদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা, কোন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং পরিবারের একজনকে কাজে নিযুক্ত করা, বীমার ব্যবস্থা করা, কাজ করার ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক সামগ্রিক যোগান নিশ্চিত করা, প্রত্যেক পর্বের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক প্রদান করা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহঅধিকর্তার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান গো প্রজনন কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি।ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আশা ব্যক্ত করেন দফতরের অধিকর্তা তাদের দাবি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশে স্পিডবোটের সঙ্গে বালিবোঝাই বাল্ক হেডের ধাক্কায় ২৫ জনের সলিলসমাধি

ঢাকা, ৩ মে (হি.স.): বাংলাদেশে স্পিডবোটের সঙ্গে বালিবোঝাই বাল্ক হেডের ধাক্কায় ২৫ জনের মৃত্যু। সোমবার এই দুর্ঘটনায় উদ্ধার করা হয়েছে ৫ যাত্রীকে। প্রশাসন মারফত জানা গিয়েছে, আজ সকাল সাতটার দিকে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাট থেকে ৩১ জন যাত্রী নিয়ে শিবচরের বাংলাবাজারের দিকে যাচ্ছিল স্পিডবোটটি। তখনই ফেরিঘাটের কাছে বালি বোঝাই বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে জাহাজটির।

২৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হলেও বাকি ৫ জনকে জীবিত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করেন এলাকার মানুষ। কিন্তু সেখানেও একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে সে দেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম মারফত। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও কয়েকজনের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে প্রায়শই নৌকাডুবি হয়। গত এপ্রিলেই নারায়নগঞ্জের কাছে অধিক যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় নৌকাডুবিতে প্রাণ হারান ৩০ জন। বিশেষজ্ঞরা মূলত এর জন্য স্পিডবোটের সঠিক যত্ন না নেওয়া ও নিরাপত্তায় না নজর দেওয়াকে দায়ী করেন।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা পালানিস্বামীর, স্ট্যালিনকে অভিনন্দন

চেন্নাই, ৩ মে (হি.স.): তামিলনাড়ুতে এবার জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছে ডিএমকে। ২৩৪ সদস্যের তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮, সেই সংখ্যা সহজেই অর্জন করেছে এম কে স্ট্যালিনের ডিএমকে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তার আগে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ই কে পালানিস্বামী। সোমবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন পালানিস্বামী। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কবে হবে, সে সম্পর্কে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার অথবা বুধবার ঘোষণা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি এদিন ডিমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পালানিস্বামী। টুইট করে পালানিস্বামী জানিয়েছেন, 'এম কে স্ট্যালিনকে হার্দিক অভিনন্দন।' সোমবার বেলা এগারোটা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনের ফল ঘোষণা হয়েছে। ডিএমকে জয়ী হয়েছে ১২৫টি আসনে (এগিয়ে ৮টি আসনে), বিজেপি জয়ী তিনটি আসনে (এগিয়ে একটি আসনে), এআইএডিএমকে জয়ী ৬৪টি আসনে (এগিয়ে দু'টি আসনে), বামেরা জয়ী ৪টি আসনে, কংগ্রেস জয়ী ১৮টি আসনে, পিএমকে জয়ী ৫টি আসনে এবং ভিসিকে জয়ী ৪টি আসনে।

কিছুটা কমে ৩.৬৮-লক্ষাধিক সংক্রমণ ভারতে কোভিডে মৃত্যু ৩,৪১৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস কেড়ে নিল আরও ৩,৪১৭ জনের প্রাণ। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩,৬৮,১৪৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৪১৭ জনের। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩৪.১৩-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ০০ হাজার ৭৩২ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৬২,৯৩, ০০৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮১.৭৭ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৬৮,১৪৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৯৯,২৫,৬০৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩,৪১৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,১৮,৯৫৯ জন (১.১০ শতাংশ)। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৪২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ ৯৮ হাজার ২০৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১২,১০,৩৪৭ জনকে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা ১৫, ০৪,৬৯৮।

ব্রাজিলে কোভিডে সংক্রমিত ২৮,৯৩৫

রিও ডি জেনেইরো, ৩ মে (হি.স.): ব্রাজিলে ধীরে ধীরে কমছে করোনার প্রকোপ। বিগত ২৪ ঘন্টায় এক ধাক্কায় অনেকটাই কমল নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়েনিয়েছে ১ হাজার ২১০ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮,৯৩৫ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ০৭ হাজারেরও বেশি করোনা- আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ২১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ০৭ হাজার ৭৭৫-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও কমেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ২৮,৯৩৫ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্তহয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৪,৭৫৪, ৯১০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্তহয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩,২৭৮,৭১৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,৬৮,৪১৭ জন।

এদিকে, আমেরিকায় আরও ৩১২ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। মার্কিন মুলুকে ক্রমেই কমছে করোনার সংক্রমণও। আমেরিকায় রবিবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,৭০১ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩১২ জনের। ফলে আমেরিকায় ৩৩, ১৮০,৪৪১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ।

রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক মমতার কাল তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ

কলকাতা, ৩ মে (হি.স.) : সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের আগের প্রথা মেনেই এই পদত্যাগপত্র। রাজভবনে এসে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন মমতা। রাজ্যপাল ধনখড় সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণও করেন। পরে টুইট করে রাজ্যপাল জানান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তা গৃহীতও হয়েছে। তবে পরবর্তী সরকার গঠন হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁকেই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিন দুপুরেই মমতা জানিয়েছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তার জন্য সময়ও চেয়েছেন রাজ্যপালের কাছে। সন্ধ্যায় ঠিক ৬টা বেজে ৪৫ মিনিটে মমতা পৌঁছে যান রাজভবনে। রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে বৈঠক চলে তাঁর।

নির্বাচনে জয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবেই রাজ্যপালের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ মমতার। এই বৈঠকে ভোটে জয়ী বিধায়কদের তালিকাও রাজ্যপালকে দেওয়ার কথা তৃণমূলনেত্রীর। নতুন মন্ত্রিসভা এবং সরকার গঠনের জন্য আবেদনও জানানোর কথা রাজ্যপালের কাছে। পাশাপাশি, রাজ্যপালের তরফেও পাল্টা চিঠি দিয়ে সরকার গঠন করার আহ্বান জানানো হবে তৃণমূলের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণার হলেই রাজ্যসরকার তদারকি সরকারের ভূমিকা নেয়। সোমবার সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকেই পদত্যাগ করলেন তৃণমূলনেত্রী। জানা গিয়েছে, আগামী ৫ মে রাজভবনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বার শপথ গ্রহণ করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে শপথ নেবেন মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও। বাকিরা শপথ নেবেন ৬ মে বৃহস্পতিবার।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতির কারণে দ্রুত শপথের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। এ ছাড়া সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর ভাবে শপথ নেওয়া হবে বলেও এর আগে ঘোষণা করেছেন মমতা। রাজভবনের বৈঠকে সে কথাও রাজ্যপালকে জানানোর কথা তাঁর।

গত ২৪ ঘন্টায় ডিমা হাসাওয়ে করোনায় আক্রান্ত ৪৩ জন

হাফলং (অসম), ৩ মে (হি.স.): ডিমা হাসাও জেলায় ভয়ঙ্কর ভাবে করোনার ভয়ঙ্কর সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। ক্রমশই বৃদ্ধি হচ্ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সংক্রমণের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৪৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। রবিবার ডিমা হাসাওয়ে ১৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি সোমবার আরও ২৫ জন ব্যক্তি ডিমা হাসাওয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে পাহাড়ে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৭ জন।

এদিকে, পাহাড়ে যেভাবে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এতে করে জনমনে আতঙ্ক বাড়ছে। তাই সাধারণ মানুষকে সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ সেনিটাইজার ব্যবহার সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া ও সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান বিভাগের যুগ্ম-সঞ্চালক ডাঃ দিপালী বর্মন। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ইতিমধ্যে মোট ২৮ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সোমবার ৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে ৪০ করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে এবং ২ জন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলার বাইরে পাঠানো হয়েছে। এবং ১২৭ জন রোগীকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সুত্রে জানা গিয়েছে।

বড় নির্বাচনের আড়ালে ছোট দলের ছোট ভোট

।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ৩ মে (হি.স.): তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস ভোট ঘোষণার আগে থেকেই কথাগুলো প্রায় সবারমুখে মুখে ঘুরছে। ভোটদান থেকে এক্সিট পোল, ফলপ্রকাশ এর বাইরে যেন দল নেই। বেশি আগ্রহ প্রথম দুটি দল নিয়ে। কেউ কখনও খোঁজ করেছেন পূর্বাঞ্চল মহাপঞ্চায়েত কোথায় প্রার্থী দিয়েছিল? বা, ভারতীয় ন্যায় অধিকার রক্ষা পার্টির প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন এবার? প্যারাডাইস পার্টি বলে একটা দল আছে বলে জানতেন? ও! দলগুলোর নামই শোনেননি! ছোট, খুব ছোট কিছু দল কিন্তু প্রার্থী দিয়েছিল এবার। টাকা নেই, লোকলস্কর নেই। ফল যা হওয়ার সেরকমই হয়েছে!

বীরভূম জেলার বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্র ছিল এবারে নজরকাড়া। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যাঁদের নাম বাতাসে ভাসছিল, তাঁদের অন্যতম অনির্বান গাঙ্গুলি ছিলেন সেখানে ওজনদার প্রার্থী। বিপরীতে বিদায়ী মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। ওই দুজনের মধ্যে ভাগ হয়েছে প্রদত্ত ভোটের সিংহভাগ। মোর্চা সমর্থিত প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই বাজারেও প্যারাডাইস পার্টির সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি সেখানে পেয়েছেন ১৯৩৮ (০.৮৪ু) ভোট। মূলনিবাসী পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সিরাজুল হকের ঝুলিতে পড়েছে ৬২৬ ভোট। বহুজন মুক্তি পার্টির সোনা মূর্মু পেয়েছেন ৭০২, রাষ্ট্রবাদী জনতা পার্টির মিহির ব্যানার্জী পেয়েছেন ১১৬৯ ভোট। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) অত্যন্ত ছোট সংগঠন। তাদের জিতেন রায় পেয়েছেন ১২৩৯ ভোট।

আদৌ পালাবদল হলে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর আর একটি মুখ ছিল হুগলির তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত। অনির্বানবাবুর মত তিনিও হেরে গিয়েছেন। সেখানে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (আটাওয়ালা)-র প্রার্থী পেয়েছেন ১৬৯৭ ভোট। উত্তরপাড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট-লিবারেশন)-এর প্রার্থী পেয়েছেন ১২২৩ ভোট। হাওড়া দক্ষিণে জনতা দল (ইউনাইটেড) প্রার্থী পেয়েছেন ৬৫৪ (০.১৫ু ভোট।

পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তাই নজর ছিল ওই কেন্দ্রেও। সেখানে 'পূর্বাঞ্চল মহাপঞ্চায়েত'এর প্রার্থী পেয়েছেন ১৬৭৫ (০.৭৯ু) ভোট। যাদবপুরে বিএসপি-র সুজয় নস্কর পেয়েছেন ৬৪৯ (০.০৩ু) ভোট। ২০০১-এ সিপিএম থেকে আসা দুই নেতা সৈফুদ্দিন চৌধুরী ও সমীর পুততুন্ড তৈরি করেন পার্টি অফ ডেমোক্রাটিক সোসালিজম (পিডিএস)। ওই দলের মোনালিসা গুপ্ত (দেবরায়) যাদবপুরে পেয়েছেন ৩৮৫ ভোট। আউসগ্রামে বিএসপি ১,৭০১ ভোট। ডায়মন্ড হারবারে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার শচীন্দ্রনাথ হালদারের ঝুলিতে পড়েছে ১৭৪ ভোট।

কলকাতার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রে বিএসপি প্রার্থী পেয়েছেন ৪৯৯ (০.৪১ু)। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর ঝুলিতে পড়েছে ১৭৫ ভোট। চৌরঙ্গী কেন্দ্রে বিএসপি এবং ভারতীয় মোমিন ফ্রন্ট প্রার্থী পেয়েছেন যথাক্রমে ২৬৪ এবং ৭৫ ভোট। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।